CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 November, 2023 ■ আগরতলা ১৫ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২৮ কার্ত্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনী জনসভায় সাড়াশী আক্রমণ

কংগ্রেসের হাতের তালু চুরি করতে জানে ঃ মোদী

বেতুল, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): কংগ্রেস কয়েক দশক ধরে আদিবাসীদের কাছ থেকে ভোট সংগ্রহ করেছে, কিন্তু তাঁদের রাস্তা ও বিদ্যুৎ দেয়নি। মধ্যপ্রদেশের বেতুলে নির্বাচনী জনসভা থেকে এভাবেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, 'কংগ্রেস বুঝে নিয়েছে, মোদীর গ্যারান্টির সামনে তাঁদের ভুয়ো প্রতিশ্রুতি কাজ করবে না।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'মধ্যপ্রদেশের লকারকে কংগ্রেসের দুর্নীতি ও লুটপাটের হাত থেকে ঠেকাতে এই নির্বাচন। আপনাদের (জনগণ) মনে রাখা উচিত, কংগ্রেসের হাতের তালু চুরি করতে জানে। আপনারা জানেন কংগ্রেস যেখানেই আসে, সেখানেই ধ্বংস ডেকে আনে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, '১৭ নভেম্বর যতই এগিয়ে আসছে, কংগ্রেসের দাবিও উন্মোচিত হচ্ছে। এখন আমরা সমগ্র মধ্যপ্রদেশ থেকে একটি রিপোর্ট পেয়েছি যে কংগ্রেস পরাজয় মেনে নিয়েছে এবং এখন তাঁরা নিজেদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করছে।' মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, 'কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘরে বসে আছেন, তাঁরা বাইরে যেতেও চান না, কংগ্রেস নেতারা জানেন না তারা জনগণকে কী বলবেন। কংগ্রেস স্বীকার করে নিয়েছে, তাদের ভুয়ো প্রতিশ্রুতি মোদীর গ্যারান্টির সামনে টিকবে না।'

আদিবাসীদের সঙ্গে কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তাঁর কথায়, 'বছরের পর বছর ধরে কংগ্রেস আদিবাসীদের ভোট সংগ্রহ করে চলেছে, তাঁরা মিথ্যা বলে ভোট পেয়েছে। কংগ্রেস আদিবাসীদের রাস্তা, বিদ্যুত, জল, স্কুল এবং হাসপাতালের মতো সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল... কংগ্রেস কখনই তাঁদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি... তারা ক্ষমতায় আসার আগে ঋণ মকুব করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু সরকার গঠনের দেড় বছর ধরে তারা তা করতে পারেনি। কিন্তু, বিজেপি আদিবাসীদের স্বার্থকে গুরুত্ব দেয় এবং সেই কারণেই একজন আদিবাসী কন্যা দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতির পদে রয়েছেন এবং দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।'

দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে ভারত, বিশ্বের সবচেয়ে বড় উৎপাদন কেন্দ্র হতে চলেছে ভারত। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের শাজাপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলির অবস্থা কী তা সবাই জানেন। কিন্তু ভারত এমন একটি দেশ যা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এখন সারা বিশ্বের বিনিয়োগকারীরা ভারতে বিনিয়োগ করতে চায়। ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বড় উৎপাদন কেন্দ্র হতে চলেছে।'

মোদী বলেছেন, 'এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকারের টিকে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের মনে রাখতে হবে কংগ্রেস এমন একটি দল যা বিনিয়োগকারীদের তাড়িয়ে দেয়, যে দল হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি করে। কংগ্রেস এমন একটি দল যে দল শুধুমাত্র একটি পরিবারের জন্য কাজ করে, আপনাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই। কংগ্রেস যেখানেই এসেছে, ধ্বংস ডেকে এনেছে।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'অনেক কষ্টে বিজেপি মাধ্যপ্রদেশকে গভীর কূপ থেকে টেনে তুলেছে। যাঁরা মধ্যপ্রদেশকে ভালোবাসেন, তাঁরা কখনই চাইবেন না মধ্যপ্রদেশ ফের বীমারু রাজ্যে পরিণত হোক।' মোদী আরও বলেছেন, 'ভারতের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমবায় আগামীদিনে রাজ্যে বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ দেখাবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। সমবায় আগামীদিনে রাজ্যে বিকল্প কর্ম সংস্থানের পথ দেখাবে।সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি" এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমবায়ের সুফলগুলি তৃনমূলস্তর পর্যন্ত পৌছানোর পাশাপাশি সমবায় ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল, নতুন জাতীয় সমবায় নীতি তৈরী করা সহ সমবায়গুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার আগরতলা টাউন হলে ৭০তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে সমবায় দপ্তর ও ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেছেন।

তিনি আরো বলেন, কঠোর পরিশ্রম, সততা, স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে সমবায়গুলিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। তাতে গ্রামীণ অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে। সমবায় সপ্তাহ উদযাপনে এবারের ভাবনা হচ্ছে পাচ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি এবং স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়ের ভূমিকা"।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সমবায় আগামীদিনে রাজ্যে বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ দেখাবে। "সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি" এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমবায়ের সুফলগুলি তৃনমূলস্তর পর্যন্ত পৌছানোর পাশাপাশি সমবায় ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল, নতুন জাতীয় সমবায় নীতি তৈরী করা সহ সমবায়গুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশের সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহর নেতৃত্বে সমবায় মন্ত্রক সমবায়ের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন যুগান্তকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে রয়েছে আগামী ৫ বছরে দেশে ৩ লক্ষ প্যাক্স গঠন, দূর্বল প্যাক্সগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা, দেশে একটি সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা, প্যাক্সগুলিকে কম্পিউটারাইজড করা ইত্যাদি। তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় ৩,৯৮৩টি বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে ১১টি শীর্ষ সমবায় সমিতি, ১৪টি প্রাথমিক বিপনন সমিতি, ৫৬টি ল্যাম্পস, ২১২টি প্যাক্স, ৩৪০টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, ৪১৫টি দুগ্ধ সমবায় সমিতি, ৩১০টি ভোগ্য পণ্য সমবায় সমিতি, ৩২৫টি পশুপালন সমবায় সমিতি এবং ২৩০০টি অন্যান্য সমবায় সমিতি রয়েছে। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৮ লক্ষ্যেরও বেশী মানুষ বিভিন্ন সমবায় সমিতির কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত রয়েছেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধ্যপ্রদেশে এবার কংগ্রেসের সুনামী হবে রাহুল গান্ধী

বিদিশা, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে জয় নিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের বিদিশায় এক নির্বাচনী প্রচারে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'আমি শতভাগ নিশ্চিত যে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের সুনামি হবে। ১৪৫-১৫০টি আসনে আমরা জিতব বলেও আত্মবিশ্বাসী।' রাহুল বলেছেন, 'আমরা বিজেপির সঙ্গে লড়াই করি। কর্ণাটকে আমরা তাঁদের তাড়িয়ে ছেড়েছি। হিমাচল প্রদেশেও আমরা তাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছি - কিন্তু ঘৃণার সঙ্গে নয়। আমরা "নফরাত কা বাজার"-এ "মোহাব্বত কি দুকান" খুলি। আমরা অহিংসার সৈনিক, আমরা আঘাত করি না।'

রাহুলের কথায়, 'পাঁচ বছর আগে আপনারা সবাই কংগ্রেসকে সরকারে নির্বাচিত করেছিলেন। আপনারা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার আগরতলার জগন্নাথ মন্দিরে অন্নকূট উৎসবের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ওষুধ খেয়ে স্ত্রী মৃত্যু ঃ রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। স্বামীর হাতে ওষুধ খেয়ে স্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে সিধাই থানার অন্তর্গত মতায়পাড়ায়। জানা যায়, সায়মা দেববর্মার পেট ব্যথা অনুভব করায় তার স্বামী অমিত দেববর্মা স্ত্রীকে ওষুধ পান করায়। তারপরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন সায়মা। তাতেই বাঁধে বিপত্তি।

গৃহবধূর বাপের বাড়ির সদস্যদের অভিযোগ তার স্বামী তাকে ওষুধের জায়গায় অন্য কিছু খাইয়েছে। যার কারনেই মৃত্যু ঘটেছে ওই গৃহবধূর। সায়মা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সারা দেশব্যাপী বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা আজ : পর্যটন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুধবার ঝাড়খন্ড থেকে দেশব্যাপী বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা করবেন। বিরসা মুন্ডার ১৪৮ তম জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার দেশব্যাপী এই কর্মসূচির সূচনা হবে। সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও এই কর্মসূচির সূচনা করা হবে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন থেকে।

এই কর্মসূচির পাশাপাশি এদিন জনজাতীয় গৌরব দিবস এবং প্রতি ঘরে সুশাসন ২:০ অভিযানেরও আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এ কথা জানিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী আরো জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রে সরকার গঠন হওয়ার পর অনেক জনকল্যাণমুখী প্রকল্প ও পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এ সমস্ত প্রকল্প ও পরিষেবাগুলি রাজ্যের প্রান্তিক জনপদের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এবং যারা এখনও এই সমস্ত প্রকল্প ও পরিষেবার আওতায় আসেননি তাদেরকে এ সমস্ত প্রকল্প ও পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা করা হবে। আগামীকাল হচ্ছে ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৪৮তম জন্মদিবস। দেশব্যাপী এই দিবস জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আমাদের রাজ্যেও এই দিবস বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উদযাপন করা হবে।

পর্যটনমন্ত্রী জানান, গত বছরের মতো এবারও প্রতি ঘরে সুশাসন ২০ অভিযানে রাজ্যের প্রান্তিক জনপদের মানুষের কাছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হবে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূর্গাপূজা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারপিট ঃ আহত ৪, আটক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৪ নভেম্বর।। দূর্গাপূজা করা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারপিট ঘটনায় আহত হয়েছে ৪ জন। ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় ১ নং চন্দ্রনগর এলাকায়। ঘটনায় আটক করা হয়েছে ১ অভিযুক্তকে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এলাকায় মহিলারা মিলে পৃথকভাবে দুর্গাপূজা করেন। আর এটাই নাকি চক্ষুশূল হয় কতিপয় ব্যক্তির কাছে। অভিযোগ এরপর থেকেই মহিলা পূজা উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন সদস্যের সঙ্গে শুরু হয় ঝামেলা। শেষ পর্যন্ত এই ঘটনা গড়ায় মারপিটে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে পুলিশকে। ঘটনায় আহতদের মধ্যে একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য টিএমসি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এদিকে পাল্টা আক্রমণের অভিযোগ তুলেছেন অভিযুক্তরা। তবে সূত্রের খবর পারিবারিক ঝামেলা থেকেই এই ঘটনাটি ঘটেছে। চারজন আক্রান্তের মধ্যে একজনের নাম সুশান্ত দেব। সে একটি সংস্থায় কাজ করে। সোমবার তাকে অভিযুক্তরা মিলে আকণ্ঠ মদ্যপান করায়। সেখানে কিছুটা ঝামেলা হয়। এরপর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার : বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। ত্রিপুরা সরকার রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ পরিষেবাকে আরো উন্নত করার জন্য রাজ্যে নতুন নতুন সব স্টেশন বসানো হচ্ছে। আজ মঙ্গলবার রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের কর্পোরেট কার্যালয়, ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেড এবং ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স, বনমালীপুর এবং বড় দোয়ালী ডিভিশন পরিদর্শন শেষে একথা বলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ। সাথে তিনি আপামর জনগণকে অযথা বিদ্যুৎ অপচয় করা থেকে বিরত থাকার আহবান জানিয়েছেন।

এদিন শ্রী নাথ বলেন, দুর্গাপূজা থেকে শুরু করে দীপাবলি পর্যন্ত রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করতে গিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক , প্রকৌশলী এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। উৎসবকে আলো ঝলমল রাখার জন্য তিনি প্রকৌশলী এবং কর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। সাথে তিনি ধন্যবাদ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিপর্যয় মোকাবিলার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে : জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় গত ছয় বছরে বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে ত্রাণ সামগ্রী বন্টনে ২৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে কোভিড- ১৯ চলাকালীন সময়ে এই খাতে ব্যয় হয়েছে ৭ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার আজ মঙ্গলবার বিকেলে জেলাশাসক অফিসের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জেলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিপর্যয় মোকাবিলার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক জানান, ২০১৮-১৯ সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১৫ হাজার লোকের মধ্যে এই ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করা হয়েছে। এর মধ্যে ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য ৯ হাজারের মতো ব্যক্তি সহায়তা পেয়েছেন। তিনি জানান, যেকোন ধরণের বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য পশ্চিম জেলা প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রয়েছে।

জেলা প্রশাসনের কাছে উচ্চ গুণমানসম্পন্ন সহায়ক সামগ্রী রয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। বিপর্যয়ের দিকটি স্মরণে রেখে সমস্ত সরকারি নিয়মাবলী মেনে ঘর তৈরীর জন্য জেলাশাসক সাধারণ মানুষকে পরামর্শ দিয়েছেন। যেকোন ধরণের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে সেবিষয়ে তৎক্ষনাৎ জেলা প্রশাসনকে অবহিত করার জন্য তিনি সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। জেলাশাসক জানান, এবিষয়ে একটি হেল্প লাইন খোলা রয়েছে। যেকোন মানুষ এর সহায়তা নিতে পারেন। হেল্প লাইনের নম্বর হচ্ছে ০৩৮১ ২৩২ ১০৭৭ (টোল ফ্রি)।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ দোকান মালিকদের আর্থিক সাহায্য মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৪ নভেম্বর।। মঙ্গলবার কৈলাসহর বাবুরবাজার টিলাগাঁও তহশীল কাছারীতে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকদের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য গত কয়েকমাস পূর্বে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে ওই এলাকায় আগুন লেগে যায়, যার ফলে ৩০টি দোকান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

যার ফলে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে দোকানীদের। তাই মঙলবার এক অনুষ্ঠানে মধ্য দিয়ে চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী টিংকু রায়ের উদ্যোগে কৈলাশহর বাবুরবাজার টিলাগাঁও তহশীল কাছারিতে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকদের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রায় অর্ধ কোটি হাতিয়ে বেপাত্তা ম্যানেজার

ঘিলাতলি প্যাক্স সমবায় সমিতির আর্থিক নয়ছয়ে দিশেহারা মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৪ নভেম্বর।। গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদকে বলিষ্ঠ করার জন্য যেখানে রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে দেশের সরকার প্রতিনিয়ত মানুষকে প্যাক্স বা সমবায় সমিতির মধ্য দিয়ে অর্থ সঞ্চয় থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে উপকৃত হওয়ার আহ্বান করে চলেছেন , ঠিক সেই জায়গায় বিপরীত চিত্র উঠে এল তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কল্যাণপুর আরডি ব্লক এলাকার ঘিলাতলী থেকে।

দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর ধরে ঘিলাতলী এলাকাতে প্যাক্স সমবায় সমিতির অবস্থান থাকলেও প্রথম বিজেপি সরকারের আমলে গ্রামীণ এলাকার আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে ব্যাংকিং কাউন্টার চালু করা হয়। এই ব্যাংকিং কাউন্টার চালু হওয়ার পর এলাকার মানুষ বিভিন্নভাবে যাতে করে প্রতারণার শিকার না হন বা নিজেদের কষ্টার্জিত টাকা-পয়সাগুলোকে নিরাপদে সঞ্চয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট পেক্সের শরণাপন্ন হতে শুরু করেন। দেখতে দেখতে কৃষি নির্ভর বিস্তীর্ণ ঘিলাতলী এলাকার প্রায় ছয় শতাধিক গ্রাহক বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত হতে শুরু করেন বলে জানা গেছে।

প্রথম প্রথম ভালো চললেও বিগত প্রায় বছর খানেক ধরে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির ম্যানেজার প্রানেশ দেব বিভিন্নস্তরের গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করে আসছেন বলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অভিযোগ।

এলাকার বিভিন্ন অংশের গ্রাহকদের সম্মিলিত অভিযোগ হচ্ছে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন লোভনীয় স্কিমে প্রাণেশ দেবের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুনে পুড়ে ছাই ইন্ডিয়ান ব্যাংকের প্রচুর নথিপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। সাত সকালে আগুনে পুড়ে ছাই ইন্ডিয়ান ব্যাংকের প্রচুর নথিপত্র। প্রত্যক্ষদর্শীরা আগুন লাগার দৃশ্য দেখতে পেয়ে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছিল। দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বিদ্যুতের শটসার্কিট

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ৩৯ ◻ ১৫ নভেম্বর ২০২৩ ইং ◻ ২৮ কার্তিক ◻ বুধবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মেলবন্ধনের উৎসব ভাইফেঁটা

কার্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফেঁটা। পশ্চিম ভারতে এই উৎসব ভাইদুজ নামেও পরিচিত। আবার, মহারাষ্ট্র, গোয়া ও কর্ণাটকে ভাইফেঁটাকে বলিয়া ভাইবিজ।নেপালে ও পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে এই উৎসব পরিচিত ভাইটিকা নামে।যমদ্বিতীয়া নামেও পরিচিত ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। পুরাণে উল্লেখ আছে-- কার্তিকেয় শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনাদেবী তাঁহার ভাই যমের মঙ্গল কামনায় গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া পুজা করেন। তাঁরই পুণ্যপ্রভাবে যমদেব অমরত্ব লাভ করেন। তারপর থেকেই ভাইদের দীর্ঘায়ু কামনার জন্য বোনেরাও ভাইয়ের কপালে ফোটা দেন। আবার অন্য মতে, নরকাসুর নামে এক দৈত্যকে বধ করিবার পর যখন কৃষ্ণ তাঁহার বোন সুভদ্রার কাছে আসেন, তখন সুভদ্রা তাঁহার কপালে ফেঁটা দিয়া তাঁহাকে মিষ্টি খাইতে দেন। তার পর থেকে ভাইফেঁটা উৎসব প্রচলিত হয়। এই দিন বোনেরা ভাইয়ের কপালে বাঁ হাতের অনামিকা আঙ্গুল দিয়া চন্দন, ঘি, কাজল, মধু , শিশির, গোমূত্র দিয়ে ফেঁটা দিয়া ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া থাকেন। তার পর ভাইকে মিষ্টি খাওয়ায়। ভাইও বোনকে কিছু উপহার দেয়।মহারাষ্ট্রে মেয়েদের ভাইবিজ পালন অবশ্যকর্তব্য। এমনকি, যেসব মেয়েদের ভাই নাই, তাঁহাদেরও চন্দ্রকে ভাই মনে করিয়া ভাইবিজ পালন করিতে হয়।

জলকে যেমন কাটিয়া দুই ভাগ করা যায় না তেমনি ভাই ও বোনের সম্পর্ক দ্বিধা বিভক্ত হয় না। ভাই বোন যত দূরেই থাকুক ভাই ফেঁটা তাহাদের একত্রিত করে। ভ্রাতৃতীয়া যেন এক অনন্য উৎসব। এ বছর ভাই ফেঁটা ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতিটি ফোন তাহার ভাইয়ের কপালে ফোটা দিয়া পরম করুনাময় এর কাছে প্রার্থনা করেন, ভাইয়ের কপালে দিলাম ফেঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা। যমুনা দেয় যমকে ফেঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফেঁটা।প্রত্যেক বোন বা দিদিরা ভাই বা দাদার কপালে ফেঁটা দেওয়ার সময় এই কথাটি বলিয়া থাকেন, দাদাদের মঙ্গল কামনায় তাঁহারা পালন করিয়া থাকেন। প্রত্যেকটি হিন্দু ও বাঙালিদের মধ্যে ভাইফেঁটার এক বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।ভাইফেঁটার জন্য সারা বছর ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকেন সকলে। ভাই-বোনেরা প্রতিবছর কালীপুজোর পর কার্তিক মাসের শুক্লাপক্ষের দ্বিতীয় দিনে ভাইফেঁটা পালিত হয়। শুভ সময় বেলা ২ টো ৩৬ মিনিট থেকে যা শেষ হইবে পরের দিন ১৫ নভেম্বর বেলা ১ টা ৪৭ মিনিটে। এই দিনটি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইদুজ নামেও পরিচিত।কথিত আছে, এই বিশেষ তিথিটি "যম দ্বিতীয়া" নামে পরিচিত। এই দিনে বা তিথিতে বোন যমুনার বাড়ি গিয়াছিলেন ভাই যমরাজ। সেদিন যমুনার হাতের রান্না করা খাবার খান যম। খাবার খাইয়া খুব খুশি হন তিনি। তখন বোন যমুনা তাঁহার দাদার কাছ থেকে আশীর্বাদ চান। বোনকে আশীর্বাদ করিয়া যমরাজ সেদিন বলেন, যে ভাই এই বিশেষ তিথিতে তাঁহার বোনের বাড়ি গিয়া বোনের হাতের রান্না খাইবেন, তাঁহার অকালমৃত্যুর কোনও ভয় থাকিবে না। আর এই ঘটনার পর থেকেই এই দিনটি পালন করা হইয়া থাকে। চিরকাল বাঁচিয়া থাকুক মেলবন্ধনের উৎসব ভাইফেঁটা।

মধ্যপ্রদেশে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী রাহুল, বললেন এবার কংগ্রেসের সুনামি হবে

বিদিশা, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে জয় নিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের বিদিশায় এক নির্বাচনী প্রচারে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'আমি শতভাগ নিশ্চিত যে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের সুনামি হবে। ১৪৫-১৫০টি আসনে আমরা জিতব বলেও আত্মবিশ্বাসী।' রাহুল বলেছেন, 'আমরা বিজেপির সঙ্গে লড়াই করি। কর্ণাটকে আমরা তাঁদের তাড়িয়ে ছেড়েছি। হিমাচল প্রদেশেও আমরা তাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছি - কিন্তু ঘৃণার সঙ্গে নয়। আমরা "নফরাত কা বাজার"-এ "মোহাব্বত কি দুকান" খুলি। আমরা অহিংসার সৈনিক, আমরা আঘাত করি না।'

রাহুলের কথায়, 'পাঁচ বছর আগে আপনারা সবাই কংগ্রেসকে সরকারে নির্বাচিত করেছিলেন। আপনারা বিজেপি নয়, কংগ্রেসকে নির্বাচিত করেছিলেন। এরপর বিজেপি নেতারা, নরেন্দ্র মোদী, শিবরাজ সিং চৌহান এবং অমিত শাহ মিলে বিধায়ক কিনে মধ্যপ্রদেশের নির্বাচিত সরকারকে চুরি করে। কোটি কোটি টাকা দিয়ে এবং কংগ্রেস পার্টির বিধায়কদের কিনে নিয়ে আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনার হৃদয়ের কণ্ঠ বিজেপি নেতারা, প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা চূর্ণ হয়েছে। আপনারা প্রতারিত হয়েছেন।'

প্রয়াত বিশিষ্ট উদ্যোগপতি পিআরএস ওবেরয়

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): ওবেরয় গোষ্ঠীর প্রাক্তন কর্তা পৃথীরাজ সিং ওবেরয়ের জীবনাবসান হল। মঙ্গলবার সকালে তিনি মুম্বইয়ে প্রয়াত হয়েছেন। ওবেরয় গ্রুপের এক মুখপাত্র একথা জানিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তিনি তাঁদের কোম্পানির হোটেল ব্যবসার অভিমুখ কার্যত শিখরে নিয়ে গিয়েছিলেন।ওবেরয় গোষ্ঠীর তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, পৃথ্বী রাজ সিং ওবেরয়ের শেষকৃত্য মঙ্গলবার বিকেলে সম্পন্ন করা হবে। ওবেরয় গ্রুপের যে কেউ বা পিআরএস ওবেরয়ের পরিচিত যে কেউ শেষকৃত্যে অংশ নিতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে। হোটেল ও কর্পোরেট অফিসেও তার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করা হবে বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। সংস্থার তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সম্মানিত চেয়ারম্যানের মৃত্যু সংবাদে সবাই শোকাহত। তাঁর মৃত্যু ওবেরয় গ্রুপ এবং ভারত এবং সমগ্র বিশ্বের হোটেল শিল্পের জন্য একটি বড় ক্ষতি।দেশে বিদেশে হোটেল ব্যবসার ক্ষেত্রে তিনি অনেকের কাছেই ছিলেন অনুপ্রেরণার। তিনি ছিলেন মাইলস্টোন। শুধু কর্পোরেট ক্ষেত্রে বিরাট সাফল নয়, কর্মচারীদের প্রতি তাঁর মমত্ব ছিল প্রবল। তিনি সকলের সঙ্গে একটা কর্পোরেট সংস্কৃতির বন্ধন তৈরি করেছিলেন।তাঁর সন্তানরা লিখেছেন, আমরা শোকগ্রস্ত। এই সময় একে অপরকে সহায়তা করা দরকার। তিনি যে উল্লেখযোগ্য ধারা রেখে গেলেন সেটা রক্ষা করতে হবে। কীভাবে আমরা তাঁকে সম্মান জানাব তাঁর স্মৃতিকে রক্ষা করব সেকথা আমরা আপনাদের জানাব।

লালন-পালন নিশ্চিত করা সকলের কর্তব্য : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): শিশু দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার বিভিন্ন স্কুল ও সংগঠনের শিশুদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এদিন সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে শিশুদের সঙ্গে মিলিত হন রাষ্ট্রপতি, প্রায় প্রতিটি শিশুর সঙ্গে কথাও বলেছেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি এদিন বলেন, আমরা প্রায়ই বলি শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎকে রক্ষা করা এবং শিশুদের যথাযথ লালন-পালন নিশ্চিত করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

ব্রিটিশদের সাজানো মামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

প্রদীপ মারিক

বাংলার ১৯২০-র দশকে এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক ধারার উত্থান আমরা লক্ষ করি মূলত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে। বিংশ দশকের রে স্বাধীনতা সংগ্রাম একদিকে যেমন ব্রিটিশদের অত্যাচারের মোকাবিলা করার প্রয়োজন ছিল আবার বিশেষভাবে জরুরি হয়ে পড়েছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আস্ফালনের মোকাবিলা করার। ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য তার "দ্য স। ডিফাইনিং মোমেন্টস ইন বেঙ্গল" (১৯২০-৪৭) বইতে সে ১২ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাংলার রাজনীতিতে সেই সময় এক নতুন প্রাদেশিক আবেগের জোয়ার দেখা নান দিয়েছিল। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন অনুশীলন সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। মানিকতলা বোমার মামলায় নই প্রধান ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষকে দোষী কর্ড সাব্যস্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছিল পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ সে সরকার। চিত্তরঞ্জন দাশ মামলা লড়েছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের হয়ে। বিপ্লবী বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্তদের ফাঁসির সাজা থেকে বাঁচিয়েছিলেন দেশবন্ধু। ১৮৯০ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যান। বিলেতে থাকার সময় রাজনৈতিক ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৯৩ সালে ব্যারিস্টারি পড়া শেষ করে দেশে ফিরে আসেন এবং আইন পেশা শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসেবে তার নাম তালিকাভুক্ত হয়। পেশা জীবনের শুরুতে তার সামান্য আয় হত। যা দিয়ে তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ট্রাম ভাড়ার সামান্য পয়সা বাঁচানোর জন্য তিনি হাইকোর্ট থেকে ভবানীপুর হেঁটে যেতেন। আইন পেশার পাশাপাশি গোপনে বিপ্লবী রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। ১৯০৩ সালে এই কলকাতায় প্রমথ মিত্র ও চিত্তরঞ্জন দাশ প্রথমে "অনুশীলন লের সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি এই সমিতির সহসভাপতি ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের বার "বন্দে মাতরম" পত্রিকার সঙ্গেও তার সম্পৃক্ততা ছিল। ১৮৯৪ তে সালে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসেবে নিজের নাম দি। তালিকাভুক্ত করেন। ১৯০৮ সালে অরবিন্দ ঘোষের বিচার তাকে পেশাগত মঞ্চের সম্মুখ সারিতে নিয়ে আসে। তিনি এত সুনিপুণ দক্ষতায় মামলাটিতে বিবাদী পক্ষ সমর্থন করেন যে অরবিন্দকে শেষ পর্যন্ত বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। তিনি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯১০-১১) বিবাদী পক্ষের কৌশলী তার ছিলেন। তিনি দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় আইনেই দক্ষ ছিলেন। ওকালতি করেও যে দেশপ্রেমের পরিচয় দেওয়া যায় তা দেখা যায় আইনজীবী চিত্তরঞ্জনের জীবন থেকে। রাজনৈতিক বন্দিদেরকে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার যে মারাত্মক মিথ্যা অভিযোগ করতেন তার হাত থেকে তিনি মুক্ত করে আনতেন তার অসাধারণ মামলা পরিচালনার গুণে। চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯০৬ সালে যোগদান করেন নাগপুর কংগ্রেসে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি আইন ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করেন। আইনজীবী হিসেবে চিত্তরঞ্জন দাশের জন্য ১৯০৭ সাল ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সময় তিনি সিভিল ও ক্রিমিনাল উভয় কোর্টেই একজন সফল আইনজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সময় কলকাতা কোর্টে দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের যত মামলা এসেছে তিনি সেগুলোর বিরুদ্ধে অবিরাম লড়েছেন। শুধু আইনের জগতে নয়, সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তখন সবে কলকাতা হাইকোর্টে পেশাদারি জীবনের ১৪ বছরে পা। ১৮৯৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টে, ব্যারিস্টার না হিসেবে নাম নথিভূক্ত করিয়েছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। কর পরিবারে প্রায় সবাই আইনজীবী।

আর হাইকোর্টে প্র্যাকটিস তা করার মাঝেই প্রকাশ্যে আসে বিখ্যাত আলিপুর বোমা মামলা। ২৩-২৪ বছর বয়সে তরুণ চিত্তরঞ্জন কাঁধে তুলে নিয়েছেন সংসারের ভার। সাহিত্য তার ছিল প্রেরণা। যেতেন রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাকোর "খামখেয়ালি" ক্লাবে। তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল 'সাহিতা', 'নির্মাল্য', 'মানসী' প্রভৃতি পত্রিকায়। ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'মালঞ্চ'। এই কাব্যগ্রন্থে চিত্তরঞ্জন লিখেছেন 'ঈশ্বর' ও 'বারোবিলাসনিসী' নামে দুটি ব্যতিক্রমী কবিতা। যে কবিতা দুটি নিয়েই যত বন্দ্যোপাধ্যায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছেন।

সেইসব সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন চিত্তরঞ্জন। দেখা যাচ্ছে বাসন্তী দেবীকেও। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে ডাকা হল সেই ঐতিহাসিক সভা যেখানে লোকমান্য তিলক, লালা লাজপত রায়, মদনমোহন মালব্য, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা গেল চিত্তরঞ্জন দাশকে। এই সভা থেকে ডাক দেওয়া হল স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের। "বন্দেমাতরম" মন্ত্র উচ্চারণে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাংলা। সেই সময়ে চিত্তরঞ্জন তাঁর ছেলে চিররঞ্জনকে ভর্তি করেছিলেন "জাতীয় শিক্ষামন্দির" স্কুলে, যেখানে অধ্যক্ষ হয়ে এলেন অরবিন্দ ঘোষ, সুরাটের মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে। রসা রোডের বাড়িতে তখন বিপিন পাল, সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘন ঘন যাতায়াত প্রমাম করে চিত্তরঞ্জন

জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইনসভা বর্জন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি নিজেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কংগ্রেস অভিদেশনে উত্থাপন করেন এবং গান্ধিজির ডাকে ব্যারিস্টারি পেশা ত্যাগ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বয়ং ভারত সরকার এই দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। এই অসামান্য ত্যাগের জন্য ভারতবর্ষের জনগণ কর্তৃক তিনি "দেশবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত হন। সংগঠক চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে "স্বরাজ দল" তখন বাংলার কাউন্সিল হাউসের অধিকাংশ পদে নির্বাচিত হয়েছিল। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, ১৯২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর গভর্নর লর্ড লিটন চিত্তরঞ্জন দাশকে মন্ত্রিসভা গঠন ও পরিচালনা করার দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ করেন। চিত্তরঞ্জন অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তিনি চান পূর্ণ স্বরাজ। ১৯২৪ সালেই চিত্তরঞ্জন খসড়া তৈরি করলেন- "দ্য বেঙ্গল হিন্দু- মুসলিম প্যাক্ট"। উদার জাতীয়তাবাদের নিদর্শন ছিল এই প্যাক্ট। যদিও এই প্যাক্ট কার্যকর করা যায়নি। সেই বছরেই কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে "স্বরাজ দল" সমস্ত ওয়ার্ডে প্রার্থী দিল। প্রায় প্রত্যেক ওয়ার্ডে "স্বরাজ দল" জয়যুক্ত হল। চিত্তরঞ্জন দাশ হলেন কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র। সুরাবর্দি হলেন ডেপুটি মেয়র। আর নিজের প্রিয় শিষ্য সুভাষ বসুকে এগজিকিউটিভ অফিসার করে কলকাতা কর্পোরেশনে নিয়ে এলেন। ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন সংগঠক চিত্তরঞ্জন। কর্পোরেশনের মেয়র পদ থেকে স্বরাজ দলের নেতৃত্ব। সব দিকেই তিনি একাই একশো। ১৯২৩ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে মতিলাল নেহরুর সহযোগিতায় স্বরাজ দল গঠন করেন। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সাধনের জন্য তাঁর নেতৃত্বে স্বরাজ দল মুসলিম নেতাদের সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের অধিকার বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করে। চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলার বহু রাজনৈতিক নেতার রাজনৈতিক গুরু। তাঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু, হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি, বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু, জ্যোতিন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত উল্লেখযোগ্য। ১৯২১ সালে ঘটে এক ঘটনা, বাংলার পরবর্তী ইতিহাসে যার গুরুত্ব অনেক। আইসিএস ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতায় দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁর অসামান্য উদারতায় মুগ্ধ হয়ে সুভাষচন্দ্র তার মধ্যে একজন দেশনেতাকে খুঁজে পেলেন এবং তিনি দেশবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন বলে সংকল্প নেন। দেশবন্ধুর সহধর্মিনী ও সুভাষচন্দ্রের মাতৃসমা বাসন্তী দেবীর গ্রেফতারের ফলে অসহযোগ আন্দোলনে নতুন জোয়ার এল। ১৯২১-এর ১০ ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র একই সঙ্গে কারারুদ্ধ হলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতার এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের তেলিরবাগে। একটি সুপরিচিত বৈদ্য ব্রাহ্মাণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিক্রমপুরের বহু শতাব্দী ধরে দীর্ঘ ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে এটি বল্লাল সেন এবং লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল। সেন রাজবংশের রাজা এবং তখন থেকেই পূর্ব ভারতের জ্ঞানচর্চা ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। দাস পরিবার ছিল ব্রাহ্মসমাজের সদস্য। চিত্তরঞ্জন ছিলেন ভুবনমোহন দাশের ছেলে এবং ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারক দুর্গামোহন দাশের ভাগ্নে। বাবা ভুবনমোহন দাশ কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি ছিলেন। ধনী পরিবারের হয়েও খুব সহজ সরল জীবনযাপন করতেন। আইনজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও খ্যাতি ছিল তাঁর। সকলকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করতেন। বাবার সমস্ত গুণ লক্ষ্য করতেন চিত্তরঞ্জন। বাবার চরিত্রের ছাপ চিত্তরঞ্জনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। চিত্তরঞ্জনের মা নিস্তারিণী দেবী কোনও গরিব মানুষকে খালি হাতে ফেরাতেন না। অনেক মানুষকে তিনি বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন। এদিকে কলকাতা পৌর কর্পোরেশন গঠিত হলে চিত্তরঞ্জনকে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র করা হল। তাঁর আদর্শ ছিল প্রকৃত জনসেবা করা। সমাজের অনাচার ও আবর্জনা দূর করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। দীনের সেবা, আর্তের সেবা করা জনগণের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়ানোই ছিল তাঁর জীবনের মূল ব্রত। নেতাজি নিজে দেশবন্ধুর উপর একটি দীর্ঘ মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন মান্দালয় জেলে ১৯২৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। তিনি লিখেছিলেন "ভারতের হিন্দু জননায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মতো ইসলামের এত বড় বন্ধু আর কেউ ছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি হিন্দুধর্মকে এত ভালোবাসতেন যে তার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন অথচ তাঁর মনের মধ্যে গোঁড়ামি আদৌ ছিল না।" চিত্তরঞ্জনের পথ ধরেই ভারতবর্ষের ধর্মীয় বিভিন্নতার বিষয়ে এই উদার মহানুভবতার আদর্শকে সুভাষচন্দ্র তাঁর নিজের রাজনীতিতে প্রতিফলিত করতে চাইলেন। নেতাজি শ্রদ্ধাভরে লিখলেন, "চিত্তরঞ্জনের জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করত আন্তর্জাতিক সংযোগের মধ্যে। কিন্তু সেই বিশ্বপ্রেমের জন্য নিজের দেশের প্রতি প্রেম তিনি বিসর্জন দেননি। আবার তার সঙ্গে এও ঠিক যে এই স্বজাতিপ্রেম তার মধ্যে কোনন সঙ্কীর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতাও তৈরি করেনি।" দেশবন্ধুর এই অপূর্ব স্বপ্ন এবং আশার মধ্যেই তাঁর "সর্ববৃহৎ উত্তরাধিকার" খুঁজে পেয়েছিলেন নেতাজি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

"প্রথম" হওয়াই উদ্দেশ্য ?

আফ্রিকার এক দেশে পশ্চিমের এক গবেষক এসে স্কুলের এক দল ছাত্রকে নিয়ে একটি পরীক্ষা চালালেন দূরের একটি গাছে ফলভর্তি ঝুড়ি টাঙানো ছিল; তিনি ছাত্রদের বললেন, যে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ে পৌঁছে যেতে পারবে সেখানে, সে-ই পাবে ওই লোভনীয় ফলের সম্ভার। দেখা গেল, ছাত্ররা সবাই একে অপরের হাত ধরে এক সঙ্গে দৌড়ল সেই গন্তব্যের দিকে, যাতে সবাই মিলে আনন্দ করে ফল খেতে পারে।

এরই পোশাকি নাম হল আফ্রিকার "উবুন্টু" দর্শন, যার সহজ অর্থ করলে দাঁড়ায় "আমরা, তাই আমি"। ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলজীবন তা হলে কেবল একক প্রতিযোগিতার ঘোড়দৌড় নয়, বরং সহযোগিতার, সহকারিতার সহজ পাঠ; সবে-মিলে শেখা ও শেখানোর একটি প্রাণবন্ত স্বপ্ন ও সম্ভাবনা।

তবে এই সম্ভাবনার ভাবনা যেন বারে বারে বিঘ্নিত হচ্ছে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নানাবিধ নতুন নতুন নীতি ও কর্মসূচির ধাক্কায়। শিক্ষা নিয়ে তাঁর নিজের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ পর্বে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে "পরীক্ষা পাশের শনি"-র প্রবেশ নিয়ে বিশেষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। আর সে দিনের তুলনায় আজকের ছাত্রজীবন তো বহুবিধ পরীক্ষার চক্রে একেবারে ভরপুর ও ভারাক্রান্ত। সফলতার শীর্ষে পৌঁছতে শশব্যস্ত। অমর্ত্য সেনের ভাষায়, আমাদের দেশ তাই "ফার্স বয়, ফার্স গার্ল"-দের দেশ।

সম্প্রতি শোনা গেল রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে চালু হতে চলেছে র‍্যাঙ্কিং, সফলতার খাড়া সিঁড়িতে একটি বিদ্যালয়ের স্থান হবে উপরে বা নীচে। অর্থাত আমরা পৌঁছে যাচ্ছি "ফার্স স্কুল"-দের দেশে। সবার নীচে যাদের স্থান হবে লাস্ট বয়, লাস্ট গার্ল বা লাস্ট স্কুল তাদের উন্নতির জন্য শিক্ষাব্যবস্থা কতটা সদয় বা সক্রিয় হবে, তা বলা যায় না; আবার স্কুলগুলির ভিতরে স্থান দখলের প্রতিযোগিতার ফলে উৎকর্ষের স্ফুরণ ঘটবে কি না, তাও অনুমান করা কঠিন।

মূল্যায়নের প্রয়োজন, তার বিবিধ উদ্দেশ্য ও ধরন নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। তা নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যায় না গিয়ে "র‍্যাঙ্কিং বিস্ফোরণ" সম্পর্কে দু'একটি আশঙ্কার কথা বলি। বিশেষত ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলি কে কোন স্তরের, তা নিয়ে লাগাতার মাপজোকের আদলে রাজ্যের স্কুলগুলির স্তর-বিন্যাসের যে প্রস্তাব এসেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন আলোচনা।

পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় সফলতার স্বাদ পেতে কার না ভাল লাগে? যদিও তার কৃতিত্ব হয়তো সফল ছাত্রের একার নয়। স্কুলের, একাধিক গৃহশিক্ষকের, এবং সদা-তৎপর অভিভাবকদেরও। উল্টো দিকে, বিফলতার বড়ি কিন্তু বড়ই তেতো, বিশেষ করে যখন অসফল হওয়ার দায়ভার ছাত্রকে একক ভাবে বহন করতে হয়। স্কুল, অভিকোষ-তুল্য পাঠ্যক্রম, পরীক্ষার নামে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই ছাত্র বহিষ্কারের আয়োজন যেন "দোষ কারও নয় গো মা"।

বেশ কিছু দেশের বিদ্যাশিক্ষার আয়োজনে ছাত্রদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার তুলনায় সহযোগিতা ও সহকারিতার অভ্যাসকেই তাদের মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের পক্ষে বেশি প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে যে দেশের ছাত্ররা প্রায়ই প্রথম সারির বলে বিবেচিত হয়, সেই ফিনল্যান্ডে স্কুল বা বোর্ড পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় না; ছাত্ররা জানে না যে, তারা একে অপরের তুলনায় কে কোথায় দাঁড়িয়ে, স্কুলগুলি জানে না সাফল্যের সোপানে তারা কোন স্থান অধিকার করেছে। শিক্ষকরা অবশ্যই ছাত্রদের অগ্রগতি বা শ্লথগতি সযত্নে অনুধাবন করেন, অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করেন, শিক্ষা পরিদর্শকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। কিন্তু সবই প্রত্যেক ছাত্রের বিকাশের স্বার্থে, তারা কে কার তুলনায় ঘোড়দৌড়ে এগিয়ে আছে, সর্বসমক্ষে তার তকমা এঁটে দেওয়ার জন্য নয়।

তা ছাড়াও, মূল্যায়নের ন্যায্য মাপকাঠি নিয়ে কি আমরা একেবারে সহমত? রাজ্যের শিক্ষা সংসদের বিবৃতি অনুযায়ী, রাজ্যের স্কুলগুলিকে থাকবন্দি করা হবে স্কুলে পড়াশোনার মান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল, ক্লাসের ফলাফল এবং মানোন্নয়নের অন্যান্য পদক্ষেপের নিরিখে। অথচ মূল্যায়নের আগে যে প্রাকশর্তগুলি পূরণ করা প্রয়োজন যেমন, প্রাথমিক পরিকাঠামো, শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির সুব্যবস্থা তা তো অনেক ক্ষেত্রেই অমিল বা অপ্রতুল। এ সব ছাড়া স্কুলের র‍্যাঙ্কিং কি ঘোড়ার আগে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেওয়া নয়? সেই ধরনের "দুয়োরানি" স্কুলের শিক্ষকরা ইতিমধ্যেই এ সব প্রশ্ন তুলেছেন।

নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের পরিবর্তে পরীক্ষার ফলাফলের উপরে এই মাত্রাতিরিক্ত জোরই বা কেন? ভেবে দেখুন, যে কোনও একটি পরীক্ষা পাঠ্যক্রমের বড় জোর দশ শতাংশ বিষয়ের উপর প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবে। সেই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্রদের জ্ঞানবুদ্ধির চূড়ান্ত নির্ণয় এবং তারই সূত্র টেনে স্কুলগুলির স্তর-বিন্যাস কতটা আস্থাজনক হতে পারে? অথচ স্কুলের দৈনন্দিন পঠনপাঠনে এই পরীক্ষা-জর্জর মূল্যায়নের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে, যার প্রমাণ মিলেছে নানা দেশে। পদক ও পুরস্কার লাভের তাড়নায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে শিক্ষকরা তুলনায় পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদের পরীক্ষাই দিতে দেন না, যাতে "ভাল" ছাত্ররা স্কুলের নাম উজ্জ্বল করে। এ যেন উলট পুরাণ স্কুল ছাত্রদের জন্য

কিছু করবার বদলে "মেধাবী" ছাত্ররা স্কুলের র‍্যাঙ্কিং-এর জন্য কী করতে পারে, তাই যেন বিচার্য। অন্য দিকে, পিছিয়ে-পড়া স্কুলগুলিকে তিরস্কৃত হতে দেখা গেছে নানা ভাবে শাস্তিস্বরূপ তাদের আর্থিক বরাদ্দ কমেছে, এমনকি কোথাও কোথাও তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন।

প্রথম স্থানাধিকারী হওয়ার জন্য স্কুলে-স্কুলে লাগামছাড়া রেষারেষি হলে পরস্পরের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা নিয়ে আলোচনা ও আদানপ্রদানের মুক্তধারা ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে যাবে। শিক্ষার কর্মসূচি প্রণয়ন ও রূপায়ণে তাদের হাত-ধরাধরির পরিবর্তে হাত-ছাড়াছাড়ির সম্ভাবনা প্রবল হবে। অথচ শেখা এবং শেখানো দুই-ই যূথবদ্ধ প্রয়াসের মুখাপেক্ষী। বাস্তবে অনেক ছাত্র এবং অনেক শিক্ষক তাঁদের সহপাঠী বা সহকর্মীর ভাল-মন্দের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন না, একক স্বীকৃতি চান না, বরং অন্যদের প্রয়োজন সম্বন্ধে যথেষ্ট সংবেদনশীল। এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত যূথমনস্কতা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার মধ্যে পড়ে। শিম্পাঞ্জিদের নিয়েও একটি চিত্তাকর্ষক গবেষণায় দেখা গেছে যে, সঙ্গীদের তুলনায় তাদের বেশি পুরস্কার দিলে তা তারা প্রত্যাখ্যান করে। অতএব প্রতিযোগিতার খরস্রোতে যদি সহযোগিতার ধারাটি একেবারে ক্ষীণ হয়ে পড়ে, তা হলে তো শিক্ষাব্যবস্থায় খরা শুরু হবে।

শেষে সামান্য ছুঁয়ে যাই একটি গভীর বিষয়কে প্রকৃত শিক্ষার মূল্যায়নের সূচকগুলি ঠিক কী হবে? যদি চেনা প্রশ্নের চেনা উত্তর না খুঁজে এক জন ছাত্র কোনও জটিল প্রশ্নের তল খোঁজার চেষ্টা করে যায় নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, তবে তার সেই "জানার মাঝে অজানার সন্ধান"-এর মূল্য দিতে, মূল্যায়ন করতে আমরা আগ্রহী হব তো? যদি কোনও স্কুল ছাত্রদের এই রকম মুক্তচিন্তার পরিসর তৈরি করে দেয়, তার কদর আমরা করব তো? এক বার ফিরে তাকাই রবীন্দ্র-দর্শনের দিকে, যার ভিত্তিভূমিতে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর আশ্রম-বিদ্যালয়কে। তাঁর কথায়, "এখানে তোমরা কেবল বই পড়োনি, সংগীতে উতসবে জীবন এখানে বিচিত্র হয়ে উঠেছে।... এখানকার ছাত্ররা উপাধি নিয়ে চলে যাবে, পরীক্ষা-পাশের মন্ত্রে মার্কামারা হয়ে বেরোবে, এর জন্য এখানে আমি আমার শক্তি নিয়োগ করি নি।... এখানে বিদ্যা ও প্রাণের গভীর যোগসাধনের চেষ্টা হয়েছে।" তিনি ছাত্রদের স্কুলজীবনে যে "সমগ্রতার আদর্শ" আর "প্রীতির ধারা"-র কথা বলেছেন, আফ্রিকার সেই ছাত্রদল যেন তারই প্রতিভূ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে জহরলাল নেহেরুর জন্মদিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

৬.২ মাত্রার জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ১৪ নভেম্বর (হি. স.): জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ভারতের পড়শি দেশ শ্রীলঙ্কা। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.২। মঙ্গলবার বেলার দিকে বড় মাত্রার কম্পন অনুভূত হয় শ্রীলঙ্কায়।ভূমিকম্পটি শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো থেকে ১৩২৬ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে ঘটেছে।

এনসিএস জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভারতীয় সময় দুপুর ১২টা ৩১ মিনিটে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। এটির গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার। দক্ষিম শ্রীলঙ্কার বেশ কিছু অংশের পাশাপাশি রাজধানী কলম্বোতেও অনুভূত হয়েছে কম্পন। যার প্রভাব পড়ে কলম্বো সহ একাধিক এলাকায়। কলম্বোতে ভূমিকম্পের আতঙ্কে স্থানীয়রা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বেশ কিছু বাড়িতে দেখা দিয়েছে ফাটল। সম্ভাবনা রয়েছে সুনামি সতর্কতা জারি করার। স্থানীয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম জানিয়েছে, দেশের বেশ কিছু অংশে মোবাইলে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি।

এবিএইচএ রেকর্ড সারা দেশে স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে : ভি কে পল

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : এবিএইচএ রেকর্ডগুলি সারাদেশে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মঙ্গলবার ৪২তম ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্য প্যাভিলিয়নের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভি কে পল একথা বলেন।

নীতি আয়োগের সদস্য (স্বাস্থ্য) ডক্টর ভি কে পল মঙ্গলবার বলেন, আগামী প্রজন্মের একটি সুস্থ ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্য অর্জনে গণআন্দোলনের ভূমিকার ওপরও জোর দিতে হবে। তিনি ১,৬০,০০০ আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রশংসা করে বলেন, গ্রামীণ এলাকায় সাশ্রয়ী মূল্যের এবং অ্যাক্সেসযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে এই পরিষেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় ভি কে পল পুনর্বাসন স্বাস্থ্যসেবার উপর দৃষ্টি দিয়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্য কিয়স্কের প্রশংসা করেন। এই কিয়স্ক জনসাধারণকে বিশেষ করে আয়ুষ্মান ভাবের অধীনে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিস্তৃত স্বাস্থ্য প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেন।

প্যাভিলিয়নের স্টলের প্রশংসা করে তিনি রোগের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরির ওপর জোর দেন। সিকেল সেল অ্যানিমিয়া নিয়ে সাম্প্রতিক উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে, ডাঃ ভি কে পল সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে এবং রোগের বিরূপ প্রভাব কমাতে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরির ওপরও গুরুত্ব তুলে ধরেন।

আকাশবাণীতে বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে নতুন অনুষ্ঠান, স্মৃতি ইরানির সঙ্গে ”নতুন ভাবনা নতুন গল্প”

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): আকাশবাণীর রেডিও যাত্রায় নতুন অনুষ্ঠানের সূচনা হতে চলেছে বুধবার থেকে। ১৫ নভেম্বর, বুধবার কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি আকাশবাণীর জন্য উদ্যোক্তা, দক্ষতা উন্নয়ন, খেলাধুলা, স্বাস্থ্য এবং অর্থ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের সাফল্য উদযাপনের জন্য একটি শো হোস্ট করবেন। অনুষ্ঠানের পোশাকি নাম ”নই সোচ নই কাহানি” অর্থাৎ ”নতুন ভাবনা নতুন গল্প”। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির সঙ্গে এই রেডিও অনুষ্ঠানটি (সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান) প্রতি বুধবার সকাল ৯ থেকে ১০টা পর্যন্ত আকাশবাণীতে সম্প্রচার করা হবে।

প্রথম অনুষ্ঠানটি ১৫ নভেম্বর (বুধবার) দিল্লিতে আকাশবাণী গোল্ড ১০০.১ মেগাহার্টজে সম্প্রচার করা হবে। এটি সারা দেশে অল ইন্ডিয়া রেডিও স্টেশন থেকেও সম্প্রচার করা হবে। অনুষ্ঠানটি নিউজঅনএয়ার অ্যাপ, আকাশবাণী ওয়েবসাইট, আকাশবাণী ইউটিউব চ্যানেল এবং আকাশবাণীর বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও শোনা যাবে। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারি উদ্যোগের সাহায্যে নারীর ক্ষমতায়নের অবিশ্বাস্য গল্প তুলে ধরা হবে। প্রথম অনুষ্ঠানে স্টার্ট-আপ এবং স্ব-নির্মিত ব্যবসায়িক নারীদের দেখানো হবে, যারা নিজেদের সাফল্যের গল্প এবং কীভাবে নিজ নিজ প্রচেষ্টায় সরকারী উদ্যোগগুলিকে কাজে লাগাচ্ছেন তা ভাগ করা হবে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের ঊর্ধতন আধিকারিকরাও উপস্থিত থাকবেন, যারা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধাগুলি কীভাবে সহজভাবে পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করবেন।

৪.৪ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল লাদাখ

কার্গিল, ১৪ নভেম্বর (হি. স.) : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল লাদাখ। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৪। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে কম্পন অনুভূত হয় লাদাখের কার্গিলে। কম্পনের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০ কিলোমিটার গভীরে। কার্গিল সেক্টরের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, এদিন ভারতীয় সময় দুপুর ১টা নাগাদ ভূমিকম্প হয়েছে লাদাখে। কার্গিল থেকে ৩১৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে কম্পনের উৎসস্থল। ২০ কিলোমিটার গভীরে তৈরি এই কম্পনের জেরে রিখটার স্কেলে ৪.৪ মাত্রায় কেঁপে ওঠে লাদাখের একাধিক এলাকা। লাদাখে কম্পনের মাত্র ৩০ মিনিট আগেই বড়সড়ো ভূমিকম্প হয় শ্রীলঙ্কায়। প্রসঙ্গত, চলতি মাসেই ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় নেপালে। এর জেরে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৫৭ জনের। কম্পনের অভিঘাত এতটাই ছিল যে, তার প্রভাবে কেঁপে উঠেছিল সুদূর দিল্লির মাটিও। এছাড়াও কম্পন অনুভূত হয়েছিল এনসিআর, অযোধ্যা সহ উত্তর ভারতের বড় অংশে। কেঁপে ওঠে লখনউ এবং বিহারেরও বেশ কিছু জায়গা।

আমরা ২৭ লক্ষ কৃষকের ঋণসহ ১০০ ইউনিটের বিদ্যুৎ বিল মকুব করেছি : খাড়গে

ভোপাল, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : আমরা ২৭ লক্ষ কৃষকের ঋণ এবং ১০০ ইউনিটের বিদ্যুৎ বিল মকুব করেছি, বলে মঙ্গলবার মন্তব্য করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এদিন মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া জেলার সেবাদা বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী জনসমাবেশে ভাষণে খাড়গে একথা বলেন।

কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, বিজেপির লোকেরা কংগ্রেসকে গালি দেয় এবং বলে যে আমরা কিছুই করিনি। আমরা যদি কিছু না করতাম তাহলে আপনি প্রধানমন্ত্রী এবং শাহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চেয়ারে বসতেন না। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া জেলার সেবাদা বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণে খাড়গে বলেন, আমাদের সরকার ২৭ লক্ষ কৃষকের ঋণ মকুব করেছে। শুধু তাই নয়, ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিল মকুব করেছে। ২৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ বাড়িয়েছে। আমরা আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমরা কর্ণাটককে যেভাবে গ্রহণ করেছি এখানেও সেভাবেই কাজ করব। খাড়গে আরও বলেন, আজ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন কারণ আজ পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। নেহেরুজি সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি দেশে বিদেশে সমাদৃত ছিলেন। তিনি এদেশে গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এই দিনটি আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে।

প্রশিক্ষিত জওয়ানদের পাস আউট ধলাই জেলায়

ধলাই(ত্রিপুরা), ১৪ নভেম্বর (হি.স.): ধলাই জেলার কচুছড়ায় জঙ্গি আক্রমণ মোকাবিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মঙ্গলবার ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত মোট ৩৯৩ জনের শপথ গ্রহণ করে পাস আউট সম্পন্ন হল।

এদিন এক জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৩৯৩ জন পাস আউট করেন যার মধ্যে বহি রাজ্য থেকে রয়েছেন প্রায় ১০৫ জন। অনুষ্ঠানে টিএস আরের অফিসাররা সহ উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল অমিতাভ রঞ্জন, টি এস আরের কমান্ড্যান্ট দিলীপ রায় প্রমুখ। রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল ট্রেনিং প্রাপ্ত জওয়ানদের হাতে মানপত্র ও শংশাপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে জঙ্গিদের সাথে লড়াইয়ে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবে এবং দেশকে কিভাবে রক্ষা করবে সেটাও অভিনয় করে দেখিয়েছেন ট্রেনিং প্রাপ্ত জওয়ানরা।

সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকারে রাজ্য পুলিশের ডিজি অমিতাভ রঞ্জন জানান, ত্রিপুরা গর্ববোধ করছে এভাবে ট্রেনিং দিয়ে জওয়ানদের উপযুক্ত বানাতে পারায়। তারা দেশ রক্ষার জন্য সেনা হিসেবে যোদ্ধা হিসাবে তৈরি করতে পেরে আমরা সকলেই খুশি।

এদিন স্থানীয় মানুষজন এবং যুবকেরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর দিনাজপুরে লোকালয় থেকে উদ্ধার নীলগাইয়ের দেহ

চোপড়া, ১৪ নভেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরে লোকালয় থেকে উদ্ধার হল একটি নীলগাইয়ের দেহ। মঙ্গলবার জেলার চোপড়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে দেহটি উদ্ধার করেন বন দফততরের কর্মীরা। কী কারণে নীলগাইটির মৃত্যু হল, তা স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে স্থানীয় গাঞ্জাবাড়ি এলাকায় চা বাগানের ধারে গ্রামবাসীরা একটি নীলগাইকে ঘুরতে দেখে তাড়া করেন। পরে সংশ্লিষ্ট এলাকার চা বাগানের ভেতর থেকে সেটিকে ধরে ফেলা হয়। যদিও ঘটনাস্থলেই সেটি মারা যায় বলে জানা গিয়েছে। খবর চাউর হতেই এলাকায় মানুষের ভিড় জমতে থাকে। খবর দেওয়া হয় চোপড়া বন দফততরে। বনকর্মীরা পৌঁছে নীলগাইয়ের দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যান।

১৫ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী মোদীর বারমের সফর উপলক্ষ্যে সভাস্থল পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৈলাশ চৌধুরী

বারমের, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : আগামীকাল, ১৫ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী মোদীর বারমের সফর উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সভাস্থল পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৈলাশ চৌধুরী। বুধবার প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী জনসভার জন্য এদিন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী কৈলাশ চৌধুরী বারমের সংসদীয় কেন্দ্রের বায়তু সদর দফতরের সভাস্থল এবং হেলিপ্যাড পরিদর্শন করেছেন। কৈলাশ চৌধুরী মঙ্গলবার এবিষয়ে আধিকারিকদের যথাযথ নির্দেশও দেন। চৌধুরী জানান, রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের দুঃশাসন, দুর্নীতি এবং জঙ্গলরাজের বিরুদ্ধে রাজস্থানের জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড রাগ রয়েছে।

রাজ্যের মানুষ ২৫ নভেম্বর ভোটের জন্য অপেক্ষা করছে। ভোট দেওয়ার মাধ্যমে তারা অবশ্যই গেহলত সরকারের দুঃশাসনের যোগ্য জবাব দেবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভার প্রস্তুতি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী কৈলাশ চৌধুরী জানান, সংসদীয় এলাকা বারমের-জয়সলমের এবং আশেপাশের এলাকার বিপুল সংখ্যক বিজেপি কর্মী এবং সাধারণ মানুষ জনসভা নিয়ে আগ্রহী। অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী মোদীর আগমন ও ভাষণ এলাকার বিজেপি প্রার্থীদের উপকারে আসবে। তিনি দলীয় কর্মী ও সাধারণ জনগণকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্বাচনী জনসভায় বিপুল সংখ্যায় আসার আহ্বান জানান।

মিজোরাম পুলিশের হেফাজতে মায়ানমারের ৩৯ জন সেনা জওয়ান

আইজল, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : অবৈধভাবে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশের দায়ে মিজোরাম পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে মায়ানমারের ৩৯ জন সেনা জওয়ানকে। মায়ানমারের জাতিগত সশস্ত্র সংগঠন 'চিন ন্যাশনাল আর্মি' (সিএনএ) এবং পিপলস ডিফেন্স ফোর্চ (পিডিএফ)-এর সঙ্গে ওই দেশের সেনাবাহিনী জুন্টা-র তীব্র সংঘর্ষ চলছে। ইতিমধ্যে মায়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত শহর সহ দুটি সেনা শিবির সম্পূর্ণ দখলে নিয়েছে সিএনএ এবং পিডিএফ।

চলমান সংঘর্ষের জেরে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মিজোরামে পালিয়ে আসছেন মায়ানমারের সেনা জওয়ান। এঁদের মধ্যে ৩৯ জন মায়ানমারের সেনা জওয়ানকে আটক করে হেফাজতে নিয়ে মিজোরাম পুলিশ। জানা গেছে, পিপলস ডিফেন্স ফোর্চ-এর তাড়া খেয়ে জুন্টা-র ওই সকল সেনা জওয়ান অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করার অপরাধে আটক করে মিজোরামের জোখাওথার থানায় রাখা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, মায়ানমারের দুই আর্মি ক্যাম্পে প্রায় ৬০ জন জওয়ান ছিলেন। ওই দুই ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে মায়ানমারের জুন্টা সেনাবাহিনীর অধিকাংশ জওয়ানকে হত্যা করেছে পিডিএফ-সিএনএ। মায়ানমারের জুন্টা সেনা জেট যুদ্ধ বিমান এবং হেলিকপ্টার ব্যবহার করার পরও বিবদমান প্রতিপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ইতিমধ্যে মিজোরামের চামফাই জেলার সীমান্ত-ঘেঁষা মায়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর সহ শহরে অবস্থিত দুটি ক্যাম্প নিজেদের দখলে নিয়েছে সিএনএ এবং পিডিএফ।গতকাল সোমবার থেকে শরণার্থী এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত মায়নামারের নাগরিকদের পরিষেবা দিচ্ছে ইয়ং মিজো অ্যাসোসিশন। চামফাইয়ে ইয়ং মিজো অ্যাসোসিয়শনের উপ-সদর দফতরে সংগঠনের কর্মকর্তারা আহতদের ৪৪ ইউনিট রক্তদান করেছেন। এছাড়া সাধারণ নাগরিক সহ ৪২ জন আহতকে চামফাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। জোখাওথা থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় একজনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতরভাবে আহত ৯ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আইজলে নিয়ে এসেছেন ইয়ং মিজো অ্যাসোসিশনের কর্মকর্তারা।

শওকত মোল্লাকে খুনের হুমকি দিয়ে ফোনের অভিযোগ

ক্যানিং, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): খুনের হুমকি পেলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। ভাঙড়ে একটি দলীয় কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে মঙ্গলবার তাঁর কাছে হুমকি ফোন আসে বলে জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা নিজেই। গোটা ঘটনায় পুলিশকে অভিযোগ করেছেন শওকত।

সোমবার জয়নগরে খুন হন তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন লস্কর। পাঁচজন দুষ্কৃতী তাঁকে গুলি করে খুন করে বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর শওকত মোল্লা দাবি করেন খুনের ঘটনায় জড়িত সিপিএম ও বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এর পর মঙ্গলবার বিধায়কের দাবি তাঁকেও খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

তৃণমূল বিধায়কের দাবি, তাঁকে ফোন করে বলা হয়, "গতকাল খুন করেছি। তোকেও খুন করে দেব।" যদিও, তৃণমূল নেতা বলেছেন, তিনি শহিদ হতে ভয় পান না। একবার কেন একশো বার মারলেও কিছুই যায় আসে না। এ দিন সাংবাদিকদের সামনে শওকত ওই নম্বরটিও প্রকাশ্যে আনেন।

শওকত বলেন, "আজ ঠিক দশটা নাগাদ যখন আমি ভাঙড়ে আসছি তখন ফোন আসে। কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলা হয় হয় ক্যানিং নয়ত ভাঙড়ে তোকে খুন করব। তুই তৈরি থাকিস। আমি বারুইপুর পুলিশ সুপারকে বলেছি।" শাসকদলের বিধায়কের দাবি, বিরোধী দল থেকেই কেউ খুনের হুমকি দিয়েছে।

জয়নগরে খুনের দায়ে ধৃত শাহরুলের ১০ দিনের পুলিশি হেফাজত

জয়নগরে, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন লস্করের খুনে জড়িত থাকার অভিযোগে সোমবার শাহরুল শেখকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার বারুইপুর আদালত তাঁকে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। শাহরুলকে ১৪ দিন নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন করেছিল পুলিশ। কিন্তু আদালত ১০ দিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করে। ২৪ ডিসেম্বর তাঁকে আবার আদালতে হাজির করানো হবে। পাশাপাশি, আদালত সঠিক সময়ে অভিযুক্তের মেডিক্যাল পরীক্ষা করানোর নির্দেশও দিয়েছে। কোর্ট লকআপে তাঁর উপর যাতে কোনও অত্যাচার না হয়, সেই নির্দেশও দিয়েছেন বিচারক। বারুইপুর আদালত থেকে বেরিয়ে শাহরুল জানান, তিনি গুলি চালাননি। খুনের নির্দেশ দিয়েছিলেন নাসির। গুলি করেছিলেন সাহাবুদ্দিন। একাধিক বার এই দাবিই করেছেন ধৃত শাহরুল। তাঁর দাবি, "নাসির খুন করার অর্ডার দিয়েছিলেন।" কে সেই নাসির? শাহরুল শুধু বলেন, "বড় ভাই।" কার বড় ভাই, তা অবশ্য প্রকাশ করেননি। শুধু বার বার দাবি করেছেন, "গুলি আমি চালাইনি। চালিয়েছে সাহাবুদ্দিন" তৃণমূল নেতা খুনের পর এই সাহাবুদ্দিনকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে।

অন্যদিকে পুলিশের দাবি, কে এই নাসির, তা এখনও স্পষ্ট নয় তাঁদের কাছে।

দিল্লির বিমানবন্দরে সোনা চোরাচালান করতে গিয়ে গ্রেফতার দুই

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : মঙ্গলবার দিল্লির আইজিআই বিমানবন্দর থেকে সিআইএসএফ কর্মীরা বিদেশ থেকে সোনা পাচারকারী দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছ থেকে প্রায় ১.০৬৫ কেজি ওজনের সোনার পেস্ট উদ্ধার করা হয়েছে।

সিআইএসএফ-এর এক অফিসার জানিয়েছেন, ১৪ নভেম্বর ভোর ৪.৫৬ নাগাদ বিমানবন্দরে মোতায়েন সিআইএসএফ নজরদারি দল এক যুবককে বিমানবন্দরে সন্দেহজনক অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে দেখে। সন্দেহ হলে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। সিআইএসএফ কর্মীরা দেখে যে ওই লোকটি এক যাত্রীর সঙ্গে দেখা করছিল। ধৃত যাত্রী দোহা থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটে এসেছিল। দুজনে কিছুক্ষণ কথা বলার পর ওয়াশরুমে চলে যায়। ৬ টা ২৭ নাগাদ দুজনেই ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এলে সন্দেহের ভিত্তিতে তাদের আটক করে তল্লাশি চালায় নজরদারি দল। যুবকের কাছ থেকে পেস্ট আকারে প্রায় ১.০৬৫ কেজি ওজনের চারটি ডিম আকৃতির হলুদ ধাতু (সোনার মতো দেখতে) উদ্ধার করা হয়। যুবকের নাম রাজেশ তখার। বিমান যাত্রীর নাম মহেন্দ্র। জিজ্ঞাসাবাদের পর মহেন্দ্র সোনা

রেশনে সামগ্রি কম দেওয়ায় ডিলারের ছেলেকে আটকে রেখে ক্ষোভ

বননগাঁ, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। আর এই আবহে স্বাভাবিকভাবেই উত্তাল রাজ্য ও রাজনীতি। তারই মাঝে মঙ্গলবার সামনে এল একটি পৃথক অভিযোগ। মূলত রেশনের চাল এবং আটা কম দেওয়ায়, ডিলারের ছেলেকে আটকে রেখে ক্ষোভ জানাল গ্রামের বাসিন্দারা। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার কনিয়াড়া দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিনাথপুরের রেশন ডিলার নিবেদিতা সাধুর কর্মচারী এদিন সকালে মোশিয়ার মন্ডলকে চাল এবং আটা মিলিয়ে ১৯ কেজি ৭০০ যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দেওয়া হয় ১৫ কিলো। তা বোঝার পরে মোশিয়ার গ্রামের বাসিন্দাদের জানায়। তারা এসে রেশন দোকানে জানতে চাইলে আরও পাঁচ কিলো আটা ও চাল দিয়ে দেওয়া হয়। এর পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে গ্রামের বাসিন্দারা। তাদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে এই রেশন ডিলার রেশনের চাল এবং আটা কম দিয়ে আসছে। দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা হয় ডিলারের ছেলে শান্তনু সাধু ও কর্মচারী শংকর কর্মকারকে।

এলাকার মানুষের দাবি, "সাধারণ মানুষের রেশনের চাল চুরি করে খাচ্ছে এই ডিলার। তার শাস্তি হোক।" দোকানের কর্মচারী শংকর কর্মকার জানিয়েছেন," ডিলার তাঁকে কম দিতে বলেছে।" যদিও রেশন ডিলারের ছেলে শান্তনু সাধু "ভুল" স্বীকার করে জানিয়েছেন," ভুল হয়েছে।"

দু'রাত কাটতে না কাটতেই বায়না জুড়েছেন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): "আমি এই সেলে থাকব না। আমাকে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হোক।" জেলে দু"রাত কাটতে না কাটতেই এ ধরণের নানা বায়না জুড়ে দিয়েছেন "মন্ত্রী" জ্যোতিপ্রিয়। প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষের কাছে "নাছোড়বান্দা" মন্ত্রী। একের পর এক আবদারে দিশেহারা প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষ। কালীপুজোর দিন রেশন বণ্টন দুর্নীতিতে ধৃত প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় ব্যাঙ্কশাল আদালত। সেদিন সন্ধ্যায় বালুকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। পয়লা বাইশ নম্বর ওয়ার্ডের একটি সেলে রাখা হয়েছে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে।

প্রেসিডেন্সি জেল সূত্রে খবর, পয়লা বাইশ নম্বর ওয়ার্ডের সাত নম্বর সেলই এখন স্থায়ী ঠিকানা জ্যোতিপ্রিয়র। রবিবার রাতে আদালতের নির্দেশে তাঁকে বাড়ির খাবার দেওয়া হয়। কিন্তু সেই খাবার খেতে অস্বীকার করেন। জেল কর্তৃপক্ষ তিনি বলেন, "আমাকে শুধু ওষুধ দাও।" জেল হাসপাতালের চিকিৎসকরা মন্ত্রীকে জানিয়ে দেন খাবার ছাড়া ওষুধ খাওয়া যাবে না। পরে দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় বুঝিয়ে তাঁকে খাবার খাওয়ানো হয়।

তাঁর জন্য বরাদ্দ সেল নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন বালু। তিনি বলেন, "আমি রাজ্যের মন্ত্রী। এই জেল রাজ্য সরকারের আওতাধীন। আমি এই সেলে থাকব না। আমাকে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হোক। শরীরের বাঁদিকে প্যারালাইসিস হয়ে গিয়েছে।" আদালতের নির্দেশ না থাকায় জেল কর্তৃপক্ষ ধৃত মন্ত্রীর জন্য কোনও খাটের বন্দোবস্ত করেনি। মাটিতে কম্বল পেতে তাঁকে ঘুমোতে হচ্ছে। প্রসঙ্গত, কালীপুজোর দিন ১৬ নভেম্বর অবধি জ্যোতিপ্রিয়কে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। একই সঙ্গে ধৃত মন্ত্রীকে বাড়ির খাবার দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত। কিন্তু প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষের তরফে রিপোর্ট পাঠিয়ে আদালতকে জানানো হয়, ডায়েট মেনে খাবার দেওয়ার পরিকাঠামো তাদের রয়েছে। তারপর থেকেই বালুকে জেলে তৈরি খাবার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, ইডি দফতরে থাকাকালীন, বেসরকারি হাসপাতালের ডায়েট চার্ট মেনে জ্যোতিপ্রিয়কে বাড়ির খাবারই দেওয়া হচ্ছিল। ১৬ নভেম্বর ফের তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

তিরিশের আগেই পাকা চুল উঁকি মারছে?

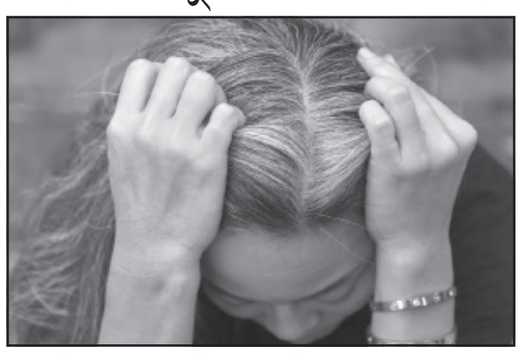

বয়সের তিরিশের কোঠা পেরোয়নি। অথচ এখনই চুলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে সাদা চুল। বয়স বাড়লে চুলে পাক ধরবে। প্রকৃতির যা নিয়ম, তা হবেই। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই চুলের এই অকালপক্কতা সত্যি অস্বস্তির কারণ হতে পারে। চুলে পাক ধরার বিষয়টি খানিকটা বংশগত। তবে পুরোটা নয়। কাজের অত্যধিক চাপ, মানসিক উদ্বেগ, চিন্তা, বাইরের খাবারের প্রতি অমোঘ টান কম বয়সে চুল পেকে যাওয়ার অন্যতম কারণ। অকালে চুলের পাক ধরা আটকাতে জীবন নিয়মে না বাঁধলে চলে না। কিন্তু সব সময় নিয়ম মেনেও তা আটকানো যায় না। তা হলে উপায়?

কম বয়সে চুল পেকে যাচ্ছে কেন, সেই কারণ খুঁজতে না বসে বরং সমাধানের পথ খুঁজুন। এই সমস্যা থেকে বাঁচাতে পারে একটি মাত্র পানীয়। চুলের রং ফেরানোর পাশাপাশি যত্নও নেবে। পাকা চুলের সমস্যা অস্বস্তির কারণ হলে চুমুক দিতে পারেন এক বিশেষ পানীয়ে। কী সেই পানীয়? কী ভাবেই বা বানাবেন? এই পানীয় তৈরি করতে কী কী উপকরণ প্রয়োজন?

তিসির বীজ: ১ কাপ পাতিলেবু: ৫টি রসুন: ৫ কোয়া মধু: ১ কাপ

প্রণালী:

সব উপকরণ একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। মিশ্রণটি একটি কাচের বোতলে ভরে রাখুন। রোজ দু'বেলা খাওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে এক চামচ করে এই পানীয় খান। নিয়ম করে খেলে সুফল পাবেন। চুলে সহজে পাক ধরতে পারবে না।

কম বয়সেই কুঁচকে যাচ্ছে চামড়া?

একটা বয়সের পর চামড়া শিথিল হয়ে পড়ে। ত্বকের টানটান ভাবও চলে যায়। তার অন্যতম একটি কারণ হল ত্বকে কোলাজেনের পরিমাণ কমতে থাকা। ত্বক পরিচর্যায় কোলাজেন প্রোটিনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বয়স কোলাজেনের ঘাটতির একটি কারণ হলেও একমাত্র নয়। বাইরের খাবার দেদার খাওয়া, দূষণ, ধূমপান করার মতো কিছু অভ্যাস কোলাজেন উতাদনের হার অনেকটা কমিয়ে দেয়।

ফলে ত্বক শিথিলতা হারায়। ত্বকের জেল্লাও কমে যায় এর ফলে। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতে তাই ভরসা রাখতে পারেন কয়েকটি খাবারের উপর।

মাছ

মাছে অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি। তা ছাড়া জিঙ্ক ও কপারের মতো খনিজ পদার্থও থাকে। শরীরে কোলাজেন উতাদন করতে এই প্রকার খনিজের প্রয়োজন আছে। এগুলি কোলাজেন প্রোটিন ধ্বংস হতে বাধা দেয়। এর বাইরে মাছে স্বাস্থ্যকর ফ্যাটও থাকে, যা ত্বকের জেল্লা বাড়াতে যা দারুণ উপকারী। আনারস অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ আনারস যত্ন নেয় শরীরের। এতে জলের পরিমাণও অনেকটা বেশি। শরীরে জলের ঘাটতি মেটাতে আনারস দারুণ কার্যকর। ত্বকের প্রতিটি কোশ সচল রাখতেও আনারস কার্যকর। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আনারস, প্রত্যক্ষ ভাবে শরীরে কোলাজেন উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করে। শরীরে জমে থাকা টক্সিন বার করে দিয়ে ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে খেতে পারেন আনারস।

লেবুজাতীয় ফল

এই প্রকার ফলে ভাল মাত্রায় ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকে, যা প্রত্যক্ষ ভাবে শরীরের কোলাজেন উৎসাদনের হার বৃদ্ধি করে। লেবুজাতীয় ফলে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড শরীরে জমে থাকা টক্সিন বার করে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাই ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে নিয়মিত পাতে রাখতেই হবে লেবুজাতীয় ফল।

সবুজ শাকসব্জি শরীরে কোলাজেন উতাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উতেচকগুলির কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে ম্যাঙ্গানিজ। সবুজ শাকসব্জিতে প্রচুর মাত্রায় ম্যাঙ্গানিজ থাকে। তাই ত্বক ভাল রাখতেই হবে পালং, বাঁধাকপি, ব্রকোলির মতো শাকসব্জি।

৫ নিয়ম মেনে চললে পরিশ্রম ছাড়াই ঝরবে ওজন

সুস্থ থাকতে হলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা ভীষণ জরুরি। কেবল সুন্দর দেখাবে বলেই নয়, রোগবালাইয়ের ঝুঁকি কমাতেও ওজন কমানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। হাঁটুর ব্যথা থেকে ডায়াবিটিস, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা থেকে লিভারের সমস্যা এড়াতে বাড়তি ওজন বশে রাখা জরুরি। ওজন ঝরাতে চাইলেও কেউ সময়ের অভাবে, কেউ আবার অনীহার কারণে শরীরচর্চা এড়িয়ে চলেন। ওজন ঝরানোর ইচ্ছে থাকলেও পরিশ্রম করতে নারাজ? জেনে নিন, কোন নিয়ম মেনে চললে পরিশ্রম ছাড়াই ঝরবে ওজন।

১) জল খাওয়া: পুষ্টিবিদেরা রোজ নিয়ম করে আড়াই থেকে তিন লিটার জল খাওয়ার পরামর্শ দিলেও অনেকেই সেই নিয়ম মানেন না। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘন ঘন জল খাওয়ার অভ্যাস করুন। ভাজাভুজি খাওয়ার ইচ্ছে হলেই জল খেয়ে নিন। এতে ভুলভাল খাওয়ার ইচ্ছে কমবে।

২) পরিমাণ বুঝে খাওয়া: ওজন ঝরাতে অনেকেই না খেয়ে থাকেন। এই অভ্যাস স্বাস্থ্যকর নয়। সবই খান তবে পরিমাণ বুঝে। বড় থালা ও বাটির বদল ছোট থালা-বাটি ব্যবহার করুন।

৩) ফাইবারজাতীয় খাবার: রোজের ডায়েটে বেশি করে ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার রাখুন। ফল, শাকসব্জি, ড্রাই ফ্রুট, গ্রিক ইয়োগার্ট বেশি করে খেতে হবে। এর ফলে পেটও ভরা থাকে আর হজমও ভাল হয়।

৪) পর্যাপ্ত ঘুম: ওজন কমিয়ে রোগা হওয়ার দ্রুততম উপায় হল পর্যাপ্ত ঘুম। অনেকের ধারণা, বেশি ঘুমলে মোটা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু বিষয়টি আসলে সম্পূর্ণ উল্টো। কম ঘুম হলে বরং বাড়তে পারে ওজন। এক জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দিনে অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন। ওজন কমাতে নিয়মিত শরীরচর্চা, পরিমাণ মতো খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি ঘুমোনোটাও কিন্তু অত্যন্ত জরুরি। অন্যান্য শারীরির ক্রিয়াকলাপে নজর: ওজন কমাতে নিয়মিত শরীরচর্চা করা জরুরি। কিন্তু সেই সময় না পেলেও নিয়ম করে হাঁটাচলা করতে হবে। এই যেমন অফিসে লিফে না উঠে সিঁড়ি ভেঙে উঠলেন, ঘরের টুকিটাকি জিনিস অনলাইনে না কিনে খানিক হেঁটে গিয়ে মোড়ের দোকান থেকে নিয়ে এলেন। জিমে যাওয়া শরীরচর্চা করার একমাত্র পথ নয়। তার বদলে নাচ করতে পারেন, সাঁতার কাটতে পারেন, সাইকেল চালাতে পারেন তাতেও ওজন কমে।

পায়ের পাতায় ব্যথা বশে রাখতে পারেন টেনিস বল দিয়ে

সারা দিন কাজের পর শারীরিক ক্লান্তি ঘিরে ধরা স্বাভাবিক। তবে দৈহিক কষ্টকে কখনও কখনও ছাপিয়ে যায় পায়ের ব্যথা। বাড়িতে থাকলে যে পায়ের উপর চাপ কম পড়ে, তা কিন্তু নয়। বিছানায় না শোয়া পর্যন্ত গোটা দেহের ভার বইতে হয়, পদযুলকে। তাই ছুটির দিন বাড়ি থাকলেও পায়ের বিশ্রাম হয় না। ঘুমের সময়ে পায়ের পেশি যতটুকু আরাম পায়, তা এই ধরনের ব্যথার জন্য যথেষ্ট নয়।

অনেকেই পায়ের এই অসহ্য ব্যথা থেকে রেহাই পেতে ঈষদুষ্ণ জলে, সামান্য নুন দিয়ে পা ডুবিয়ে রাখেন। ফলে পায়ের পেশি, হ্যামস্ট্রিংয়ের ব্যথা কমে। চিকিতকেরা বলছেন, এই ধরনের ব্যথা নিয়ময় করতে শুধু গরম জল যথেষ্ট নয়। তার জন্য সামান্য একটি ব্যায়াম অভ্যাস করা জরুরি। অফিসে কাজ করতে করতে বা বাড়ি ফিরে টিভি দেখতে দেখতে পায়ের তলায় একটি টেনিস বল রেখে ঘোরালেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। পায়ের তলায় বল রেখে ঘোরালে কী উপকার হয়? গোটা শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা অজস্র টিস্যু এসে জড় হয় পায়ের পাতায়। যা দেহটিকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে। দেহের ভার বহন করতে করতে, চোট-আঘাত গেলে বা অতিরিক্ত চলাফেরা করলে এই টিস্যুগুলি নষ্ট হয়। পায়ের পেশি ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। ব্যথা, যন্ত্রণা, প্রদাহ শুরু হয়। পায়ের তলায় বল রেখে, চাপ দিয়ে ঘোরালে ওই নির্দিষ্ট অংশের প্রদাহ কমে। পেশির ব্যথাও বশে থাকে।

কী ধরনের বল ব্যবহার করা যায়? টেনিস বল ছাড়াও গোলাকার এমন অনেক কিছুই ব্যবহার করা যায়। বাড়িতে যদি ফোম রোলার থাকে, বলের বিকল্প হিসাবে তা-ও ব্যবহার করা যায়।

টেনিস বলের বদলে বেসবল, গল্ফ বল, ক্যামবিস বল ব্যবহার করা যায়। তবে কোন বলটি কার জন্য উপযোগী, তা ব্যথার ধরন এবং পায়ের পাতার জোরের উপর নির্ভর করে। ব্যথা খুব বেশি হলে বরফ জমা জলের বোতল পায়ের তলায় রাখতে পারেন। দ্রুত প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে এই টোটকা। তবে বরফ ঠান্ডা জলের বোতল রাখতে যদি সমস্যা হয়, সে ক্ষেত্রে টেনিস বল খানিক ক্ষণ ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। একই রকম উপকার মিলবে।

কী ভাবে অভ্যাস করবেন এই ব্যায়াম?

টেনিস বল মাটিতে রেখে পায়ের পাতার চাপ দিয়ে ঘোরাতে থাকুন। একসঙ্গে দু'পা দিয়েই করতে পারেন। আবার আলাদা আলাদা ভাবেও করা যায় এই ব্যায়াম। পায়ে ব্যথা থাকলে প্রথমে মিনিট দুয়েক এই ব্যায়াম অভ্যাস করুন। তার পর ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে নিতে পারেন। তবে ব্যায়াম শেষে ঈষদুষ্ণ জলে মিনিটখানেক পায়ের পাতা ডুবিয়ে বসতে পারলে ভাল হয়। জল থেকে পা তুলে ভাল করে মুছে নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটাহাঁটি করা যাবে না। তাই রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পায়ে গরম জল দেওয়াই ভাল।

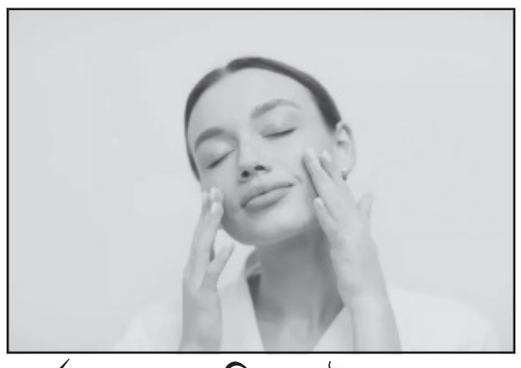

কর্পূরের সুবাস কি আদৌ স্বাস্থ্যকর?

গৃহস্থ বাড়িতে পুজোপাঠ করতে কিংবা জামাকাপড়ে সুগন্ধ আনতেই মূলত কর্পূর ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় আবার বাড়িতে পোকামাকড়ের উপদ্রব শুরু হলেও এটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু রোজের গার্হস্থ্য ব্যবহার ছাড়াও কর্পূরকে নানা ভাবে কাজে লাগানো যায়। কর্পূর গুঁড়ো বা তেলের ব্যবহার যেমন নানা অসুখ সারায়, তেমনই ত্বক পরিচর্যাতেও কাজে আসে এই কর্পূর।

জেনে নিন কর্পূর কেন এত উপকারী। ১) ত্বকের যত্নেও কর্পূরের জুড়ি মেলা ভার। ত্বকে চুলকানি বা র্যাশের সমস্যা দূর করে কর্পূর। এক টুকরো ভোজ্য কর্পূরকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ত্বকে লাগিয়ে কিছু ক্ষণ রাখার পর ধুয়ে দিন। ত্বকে প্রদাহ ও র্যাশের সমস্যা কমে যাবে। মুখে ব্যবহারের আগেই অবশ্যই হাতে-পায়ে ব্যবহার করে দেখুন কোনও রকম সমস্যা হচ্ছে কি না। তবে ভুলেও সরাসরি রক্তের সংস্পর্শে আনবেন না কর্পূরকে।

২) মরসুম বদলের সময় বুকে কফ জমা, শ্লেষ্মাজমিত সমস্যা নতুন নয়। ঠান্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়াও খুব স্বাভাবিক সমস্যা। এমন হলে গরম সর্ষের তেলের সঙ্গে সামান্য কর্পূর গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এ বার রোগীর বুকে ও পিঠে এই তেল মালিশ করলে আরাম পাওয়া যায়। ৩) শীতে মাথার চুল পাতলা হয়ে যাওয়া বা খুশকির সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। নারকেল তেলের সঙ্গে কর্পূর মিশিয়ে চুলে মাখুন। সারা রাত রাখার পর সকালে শ্যাম্পু করে নিন। এতে যেমন চুল ঝরার পরিমাণ কমবে, তেমনই এটি খুশকির সমস্যা কমাতেও সাহায্য করবে। ৪) পেশিতে টান লাগলে কিংবা পিঠে, কোমরে যন্ত্রণা হলে কর্পূর তেল দিয়ে মালিশ করলে উপকার পাওয়া যায়। ৫) অনিদ্রার সমস্যা দূর করতেও কপূরের ভূমিকা রয়েছে। ঘরে কর্পূর জ্বালিয়ে রাখলে ঘরে সুবাস আসে। সেই সুবাস ঘুম আনতে সাহায্য করে।

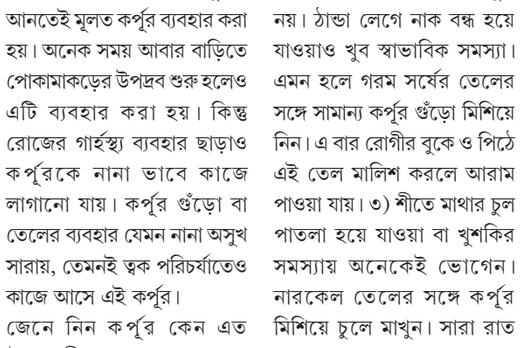

হাতের স্মার্টওয়াচটাই বাঁচাল তরুণের প্রাণ

স্মার্টওয়াচের কারণেই বাঁচল প্রাণ! ৪২ বছর বয়সি লন্ডনের এক তরুণ জানিয়েছেন কী ভাবে স্মার্টওয়াচের কারণে তিনি হার্ট অ্যাটাক থেকে রক্ষা পেলেন। হকি ওয়েল নামক সংস্থার সিইও পল ওয়াফাম মর্নিং ওয়াক করার সময় বুকে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন। হাতে স্মার্টওয়াচ থাকার কারণেই প্রাণ বেঁচেছে তাঁর। সংবাদমাধ্যমকে পল বলেন, "প্রতি দিনের মতো সকাল ৭টার সময় আমি বাড়ির কাছেই একটি জায়গায় মর্নিং ওয়াক করতে যাই। মিনিট পাঁচেক দৌড়নোর পরেই আমার বুকে যন্ত্রণা শুরু হয়।" সংবাদমাধ্যমকে পল জানিয়েছেন কী ভাবে স্মার্টওয়াচের কারণে তাঁর প্রাণরক্ষা হয়েছে। পল বলেন, "বুকে তীব্র যন্ত্রণার কারণে আমি মাটিতে লুটিয়ে পরেছিলাম। যন্ত্রণা সহ্যের বাইরে চলে গিয়েছিল। কোনও রকমে স্মার্টওয়াচের সাহায্যে স্ত্রী লরাকে ফোন করতে সক্ষম হই। আমার বাড়ি থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্বেই ছিলাম বলে লরা সময়মতো এসে আমায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে পেরেছে।" হাসপাতালে পরীক্ষার পরে জানা যায়, ধমনীতে ব্লকেজের কারণেই হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হন পল। চিকিৎসদের তত্পরতায় সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। ছ'দিন পরে পলকে ছাড়া হয়। পল বলেন, "আমার হার্ট অ্যাটাকের খবর শুনে সকলেই বিস্মিত হন। আমি আমার ওজন সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখি, নিজেকে ফিট রাখতে সব রকম চেষ্টা করি। আমার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ঘটনা তাই অবাক করেছে সকলকেই।"

তরল সাবান দিয়ে বাসন মেজেও আঁশটে গন্ধ যাচ্ছে না?

বাড়িতে বাহারি পদ রান্না হলে গন্ধে ম ম করে চারদিকে। গন্ধ শুঁকেই যেন অর্ধেক ভূরিভোজ হয়ে যায়। কিন্তু চেটেপুটে খাওয়ার পরেও যদি সেই গন্ধ থালায় থেকে যায়, তখনই আসে বিরক্তি। ডিটারজেন্ট অথবা লিক্যুইড সাবান দিয়ে বাসন মাজার পরেও অনেক সময় আঁশটে গন্ধ রয়ে যায়। থালায় খাবারের গন্ধ থাকলে খাওয়ার ইচ্ছা যেন চলে যায়। থালাবাসন থেকে খাবারের গন্ধ দূর করতে যদি ব্যর্থ হয় ডিটারজেন্ট, তা হলে ভরসা রাখতে পারেন ঘরোয়া কিছু টোটকায়।

কফি-কফি পাউডারের গন্ধ খুবই কড়া। অন্য অনেক গন্ধ ঢেকে দেয়। যে বাসনে গন্ধ লেগে রয়েছে, তাতে এক চামচ কফি জলে মিশিয়ে নিন। কিছু ক্ষণ গ্যাসে ফুটিয়ে নিন। তার পর ১৫-২০ মিনিট রেখে ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন গন্ধ একেবারে চলে গিয়েছে।

লেবু থালাবাসন থেকে খাবারের গন্ধ তাড়াতে লেবু দু'ভাবে কাজে লাগাতে পারেন। লেবু কেটে তাতে নুন মাখিয়ে বাসনে ঘষে নিন। ১৫ মিনিট রেখে ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। অথবা এক কাপ জলে লেবুর খোসা ফুটিয়ে নিন ১০ মিনিট মতো। তার পর সেই জলটি থালায় ঢেলে দিলে নিমেষে গন্ধ উধাও হয়ে যাবে।

বেকিং সোডা

ঘরোয়া টোটকা হিসাবে বেকিং সোডা দারুণ উপকারী। ২ টেবিল চামচ বেকিং সোডার সঙ্গে ৪-৫ টেবিল চামচ ভিনিগার মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণে চাইলে লেবুর রসও দিতে পারেন। তবে মিশ্রণটি ঘন হতে হবে। তরল হলে চলবে না। তার পর এটি দিয়েই বাসন মেজে নিন।

আলু

আলু যে কোনও গন্ধ খুব দ্রুত শোষণ করে নিতে পারে। বড় বড় টুকরো করে কেটে আলুতে নুন মাখিয়ে রাখুন। তার পর বাসনে সেই টুকরোগুলি রেখে চাপা দিয়ে রেখে দিন ১৫ মিনিট। তাতেই গন্ধ উধাও হয়ে যাবে। তার পর ভাল করে মেজে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

পেট ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে লাউ

শরীর সুস্থ রাখতে লাউ এর জুড়ি খুবই কম রয়েছে। পেট ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে লাউ, হজম হতে সাহায্য করে আবার ওজনও ঠিক রাখে। রোজ নিয়ম করে লাউ খেলে ওজন কমবেই

লাউ এর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টিও। থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রয়োজনীয় খনিজ। গরম কালে তাই রোজ লাউ খাওয়ার কথা বলা হয়।

এখন সারাবছরই লাউ পাওয়া যায়। লাউ এর তরকারি, ডাল দুই ভাল লাগে

শনিবার অনেকেই নিরামিষ খান। রবিবার কালীপুজো, যাঁরা উপোস করেন তাঁরা শনিবারেও নিরামিষ খান। আর তাই শনিবারে লাউ দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন নিরামিষ এই সবজির তরকারি। এতে পেট ঠান্ডা থাকবে আর ভাত-রুটি দিয়ে ভাল লাগবে

লাউ বানাতে বিশেষ মশলার প্রয়োজন পড়ে না। একটা কড়াই বেশ কিছুটা জল আর বাফ চামচ নুন দিয়ে ফুটতে দিন। খোসা ছাড়ানো ডুমো ডুমো করে কাটা লাউ দিন জলে, দুটো আলুর খোসা ছাড়িয়েও জলে দিতে হবে ঢাকা দিয়ে এই দুই সবজি সেদ্ধ করে নিতে হবে। ৫-৭ মিনিট সেদ্ধ করে গরম জল থেকে তুলে নিন। অন্য একটি গ্যাসে কড়াই বসিয়ে তাতে ২ চামচ সরষের তেল গরম করে নিতে হবে। সোয়াবিন আগে থেকে গরম জলে ফুটিয়ে জল চিপে শকনো করে রাখতে হবে

তেলের গন্ধ চলে গেলে সোয়াবিন দিয়ে নুন দিয়ে ভেজে নিন। সোয়াবিন তুলে আবারও ২ চামচ তেল দিয়ে কড়াইতে গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ফোড়ন দিতে হবে। ফোড়ন ভেজে অর্ধেক সেদ্ধ করে ডুমো করে কাটা আলু দিন আলুতে নুন দিয়ে ভেজে নিন। এবার এক চামচ আদা গ্রেট করে দিন। আদার কাঁচা গন্ধ গেলে হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে-ধনে গুঁড়ো দিয়ে মশলা কষিয়ে নিতে হবে। মশলার বাটি ধোওয়া জল দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন

সোয়াবিন দিয়ে কষিয়ে সেদ্ধ করে রাখা লাউ দিন। স্বাদমতো নুন দিয়ে মশলার সঙ্গে লাউ মিশিয়ে দিন। কয়েকটা গোটা কাঁচালঙ্কা ফেলে দিন। মশলার সঙ্গে ভাল করে কষলে ছোট একবাটি জল দিন। ১ চামচ চিনি দিন, কড়াইতে ঢাকা দিয়ে রান্না করলেই তৈরি রান্না। একটু গরম মশলা, ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

শত চেষ্টাতেও ব্রণর সমস্যা কমছে না?

মনের মানুষ ছেড়ে গেলেও ব্রণ সহজে সঙ্গ ছাড়ে না। অথচ ব্রণর হাত থেকে মুক্তি পেতে কত কিছুই না করেন অনেকে। কিন্তু সুফল মেলে না কিছুতেই। বাজারচলতি প্রসাধনী ব্যবহার করা থেকে ঘরোয়া টোটকা কোনও কিছুই বাদ যায় না। অথচ তার পরেও ত্বক ভর্তি ব্রণ নিয়ে নাজেহাল হতে হয়। একটা সময়ের পর হাল ছেড়ে দেন অনেকেই।

সেটা না করে বরং প্রতি দিন কয়েকটি ব্যায়াম করতে পারেন। সত্যিই উপকার পাবেন।

মতাসন

প্রথমে একটি মাদুরের উপর টানটান করে শুয়ে পড়ুন। দু'পাশে টান টান করে রাখতে হবে দুই হাত। তার পরে চোখ বুজে ফেলতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন। এ বার ধীরে ধীরে ধনুকের মতো করে পিঠ বেঁকিয়ে নিন। শরীরের ভার হাতের উপর রাখুন। বুক উপরের দিকে উঠে আসবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন। এই ভঙ্গিতে দু'-তিন মিনিট থাকতে পারলে মিলবে সুফল।

সর্বাঙ্গসন এই আসনটি করতে প্রথমে চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। পা দু'টি জোড়া করে উপরে তুলুন। এ বার দু'হাতের তালু দিয়ে পিঠ এমন ভাবে ঠেলে ধরুন, যেন ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত এক সরলরেখায় থাকে। থুতনিটি বুকের সঙ্গে লেগে থাকবে। দৃষ্টি থাকবে পায়ের আঙুলের দিকে। স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। প্রতি দিন ৩-৪ বার এই আসনটি করুন। দেখবেন ব্রণর সমস্যা কমে গিয়েছে।

বালাসন হাঁটু মুড়ে গোড়ালির উপর বসুন। এ বার দুই হাত প্রসারিত করে পেট মুড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে যান। বুক যেন উরু স্পর্শ করে। মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে রাখুন। শ্বাস স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করুন। নিয়মিত এই আসনগুলি করলে সত্যিই উপকার পাবেন।

মঙ্গলবার ভাইফোঁটা পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব

দু'টি সেমিফাইনাল ও ফাইনালে থাকছে রিজার্ভ ডে, জানাল আইসিসি

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): বৃষ্টিতে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল যদি বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়, তাহলে কি হবে! এ নিয়ে একটা প্রশ্ন থাকছেই। আর আইসিসির পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে দু'টি সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচের জন্য রিজার্ভ ডে থাকছে। আবহাওয়ার কারণে যদি প্রথম দিনের খেলা না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে রিজার্ভ ডে ব্যবহার করা যেতে পারে।

উল্লেখ, এর আগে ২০১৯ সালে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের সেমিফাইনাল ম্যাচ রিজার্ভ ডে-তে গড়িয়েছিল। আর সেই ম্যাচটিতে ভারত হেরেছিল। কখন রিজার্ভ ডে ব্যবহার করা হবে? রিজার্ভ ডে-তে খেলা গড়ানোর আগে আম্পায়াররা দু'টি দলকে ন্যূনতম ২০ ওভার করে ম্যাচ খেলানোর চেষ্টা করবেন যাতে ম্যাচটি নির্ধারিত দিনে শেষ হয়। আর তা যদি সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে রিজার্ভ ডে'তে ম্যাচ গড়াবে।

আলুভা নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় একমাত্র অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ কেরল আদালতের

কোচি, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : আলুভা নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় একমাত্র অভিযুক্তকে মঙ্গলবার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিল কেরল আদালত। মঙ্গলবার কেরলের এর্নাকুলাম পকসো আদালত আলুভাতে পাঁচ বছর বয়সী একটি শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যার জন্য আসাফাক আলমকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। ঘটনার প্রায় চার মাস পরে এই মামলার রায় বেরোলো। আলমকে যৌন অপরাধ থেকে শুরু করে শিশুদের সুরক্ষা (পকসো) আইন, এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি) এর পাঁচটি ধারার অধীনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। প্রমাণ নষ্ট করার জন্য তাকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড, নাবালিকাকে মাদক সেবনের জন্য তিন বছর, নাবালিকাকে ধর্ষণের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, নাবালিকাকে হত্যা ও ধর্ষণের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আদালত বিহারের বাসিন্দা অভিবাসী শ্রমিক আলমকে ৭,২০,০০০ টাকা জরিমানাও করেছে। আদালত আইপিসি, পকসো আইন এবং জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্টের বিভিন্ন ধারায় অভিযুক্তকে সাজা দিয়েছে।

ওবেরয়ের মৃত্যুতে শোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): পিআরএস ওবেরয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "ওবেরয় গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ভারতের আতিথেয়তার সম্রাট, 'পদ্মবিভূষণ' পিআরএস ওবেরয়ের মৃত্যুতে আমি শোকাহত। তিনি দার্জিলিং-এ প্রশিক্ষিত ছিলেন। তাঁর কৃতিত্বগুলি পশ্চিমবঙ্গের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা সবাই অপূরণীয় ক্ষতি অনুভব করব। পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও ভক্তদের প্রতি সমবেদনা জানাই।"

দুর্ঘটনা এড়াতে বারাসতে মণ্ডপে দর্শকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, পরিস্থিতি উত্তপ্ত

বারাসত, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): কালীপুজোর আনন্দের মাঝে তাল কাটল বারাসতে। এখানকার কালীপুজোর মণ্ডপগুলির মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ বারাসতের পায়োনিয়ার অ্যাথলেটিক ক্লাবের পুজো মণ্ডপ। দর্শনার্থীদের প্রবল ভিড় মণ্ডপ দর্শনে। তার জেরেই সোমবার রাতে মণ্ডপের একাংশ বসে গেল।

বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াতে মণ্ডপে দর্শকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিল প্রশাসন। সোমবার রাত থেকেই এই নিষেধাজ্ঞা জারিতে ক্ষুব্ধ দর্শকরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকায় পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। এবছর এখানে উঠে এসেছে হগওয়ার্টস স্কুল অর্থাৎ হ্যারি পটারের জাদুনগরী। তার টানে কালীপুজোর ২ দিন পরও তুমুল ভিড়।

বারাসত রেল স্টেশনের কাছেই বিখ্যাত পায়োনিয়ার ক্লাবের পুজো। এবছর হ্যারি পটার থিমে তৈরি হওয়া মণ্ডপটি চওড়ায় প্রায় ১২০ ফুট। মণ্ডপের ভিতরে তিনটি রূপে মা কালীর অধিষ্ঠান। চন্দননগরের আলোয় সজ্জিত যন্ত্রচালিত বিভিন্ন প্রতিকৃতি। মূল প্রতিমার উচ্চতা ১৪ ফুট। তিনটি প্রতিমা মিলিয়ে চওড়ায় ২১ ফুট। স্বাভাবিকভাবেই দর্শনার্থীদের নজর কেড়েছে এই মণ্ডপ।

শব্দবাজিতে বাসের জানলা ভাঙায় গন্ডগোল, বন্ধ ২৬-সি রুটের বাস

হাওড়া, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): শব্দ বাজির তাণ্ডবে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়ানো একটি বাসের জানলার কাচ ভাঙানিয়ে তর্কাতর্কি, গন্ডগোলে বন্ধ হয়ে গেল ২৬-সি রুটের বাস।

জগৎবল্লভপুর-বনহুগলি রুটের ওই বাসের মালিক এবং কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে, তার প্রতিবাদ হিসাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে সমস্যায় পড়েছেন যাত্রীরা। কিন্তু কিছু করার নেই। কারণ, পুলিশ নিস্ক্রিয়। অন্যদিকে, এই ঘটনায় পুলিশ জানিয়েছে, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঠিক ভাবে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সোমবার রাতে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে ২৬-সি বাসস্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে একটি বাড়ির লোকজন কালীপ্রতিমার বিসর্জন করতে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সে সময় প্রচুর শব্দবাজি ফাটানো হয়। একটি বাজি ফাটানোর সময় রাস্তার একটি পাথর ছিটকে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের উইন্ডস্ক্রিনে গিয়ে পড়ে। ফেটে যায় কাচ।

এর পর ওই বাড়ির লোকজনের সঙ্গে গন্ডগোল শুরু হয় বাসকর্মীদের। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান বাসমালিক। কিন্তু তাতেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ। এই ঘটনার প্রতিবাদে সংশ্লিষ্ট রুটে মঙ্গলবার সমস্ত বাস চলাচল বন্ধ করলেন বাসমালিক এবং কর্মীরা।

এক বাসমালিক বলেন, "বিভিন্ন রকমের শব্দবাজি ফাটানো হচ্ছিল। গাড়ির কাচ ভাঙল। প্রতিবাদ করতেই আমাদের উপর চড়াও হল লোকজন!" তাঁর অভিযোগ, এ নিয়ে পুলিশকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেয়নি তারা।

মঙ্গলবার সকাল থেকে দেখা যায় স্ট্যান্ডেই দাঁড়িয়ে আছে বাস। যাত্রীরা এসে অপেক্ষা করে করে অন্যান্য গণপরিবহণ যেতে বাধ্য হন।

আম আদমি পার্টি খড় পোড়ানো বন্ধ করতে ব্যর্থ : শেহজাদ পুনাওয়ালা

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : আম আদমি পার্টি খড় পোড়ানোর ঘটনা বন্ধ করতে ব্যর্থ, এই মন্তব্য করে আপ দলকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির শেহজাদ পুনাওয়ালা। মঙ্গলবার আম আদমি পার্টিকে নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা।

দীপাবলির দু"দিন পরে, দিল্লির দূষণ আবার গুরুতর স্তরে পৌঁছেছে।

এনিয়ে সর্বস্তরে রাজনীতিক চর্চাও শুরু হয়ে গিয়েছে। দিল্লিতে দূষণের কারণ হিসেবে একদিকে আম আদমি পার্টি দীপাবলিতে বাজি পোড়ানোকে দায়ী করছে, অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি পাল্টা আঘাত করেছে আপ দলকে।

তারা আম আদমি পার্টিকে হিন্দুবিরোধী বলে আখ্যা দিচ্ছে।

শেহজাদ পুনাওয়ালা কটাক্ষের সুরে জিজ্ঞাসা করেন, দীপাবলির দশ দিন আগে কোন আতশবাজি ফাটে, তখন তো দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স(একিউআই) ৬০০ পেরিয়ে গিয়েছিল। এখন আগামী দশদিনেও একই অবস্থা ঘটতে পারে, তার জন্যও কি হিন্দু উৎসবকে দায়ী করা হবে? তিনি আরও জানান, গত দুই দিনে, পাঞ্জাবে খড় পোড়ানোর প্রায় ২৬০০টি ঘটনা ঘটেছে। যা সুপ্রিম কোর্টের আদেশের সরাসরি লঙ্ঘন। আম আদমি পার্টির সরকার খড় পোড়ানোর ঘটনা বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়ে হিন্দু উৎসবকে দায়ী করছে।

শাহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারের ব্যর্থতার কারণেই দিল্লি গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছে।

২০১৮ সালে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল পাঞ্জাবের দূষণের প্রধান কারণ হিসাবে খড় পোড়ানোকে উল্লেখ করেছিলেন। শুধুমাত্র গত দুই দিনে পাঞ্জাবে প্রায় ২৬০০টি খড় পোড়ানোর ঘটনা ঘটেছে।

পাঞ্জাবের আম আদমি পার্টি সরকার এটি বন্ধ করতে কী করেছে? দিল্লির দূষণের প্রধান কারণও অভ্যন্তরীণ। যানবাহনের দূষণ ও ধুলা নিয়ন্ত্রণে কী করা হয়েছিল? আজ একিউআই লেভেল ৪৫০ ছাড়িয়ে গেছে। কোন দীপাবলি আজ এরজন্য দায়ী ?

আলিপুরদুয়ারে বচসার জেরে যুবককে ধারাল অস্ত্রের কোপ, গ্রেফতার অভিযুক্ত

বীরপাড়া, ১৪ নভেম্বর (হি. স.): আলিপুরদুয়ারে বচসার জেরে যুবককে ধারাল অস্ত্রের কোপ আরেক যুবকের।

সোমবার বীরপাড়ার মোতিমিলের এই ঘটনায় গুরুতর জখম যুবকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এদিকে আহত যুবকের পরিবারের অভিযোগ পেয়ে মঙ্গলবার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বীরপাড়া থানার পুলিশ।

জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার মোতিমিল এলাকায় বিরবিটির রানা শা—র সঙ্গে মোতিমিলের বাসিন্দা সনম লামার বচসা বাধে। সে সময় রানা শাকে ধারাল অস্ত্রের কোপায় সনম লামা।

ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন বিরবিটির যুবক রানা শা। তাঁকে প্রথমে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করান চিকিৎসকরা। এই ঘটনায় অভিযুক্ত সনম লামার বিরুদ্ধে মঙ্গলবার সকালে বীরপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে রানার পরিবার।

এরপরই তুলসিপাড়া চা বাগান এলাকা থেকে সনমকে গ্রেফতাতার করে পুলিশ।

বীরপাড়া থানার ওসি পালজার ছিরিং ভুটিয়া জানান, সনমকে রিমান্ডে নিয়ে তদন্ত করা হবে।

এলাকায় কোনও রকমের দাদাগিরি বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়ে দেন তিনি।

শিশুকন্যার রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য পাণ্ডবেশ্বরে

দুর্গাপুর, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): এক শিশুকন্যার রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে। পরিবারের সন্দেহ, লুঠপাট দেখে ফেলায় শিশুটিকে খুন করা হয়েছে!

এলাকারই বাসিন্দা সন্ধ্যা গোস্বামীর দাবি, সোমবার রাতে ২ সন্তানকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখেন পাশে নেই তাঁর ৬ বছরের শিশুকন্যা। এরপর শুরু হয় খোঁজ। কুয়োর ভিতরে ভাসতে দেখা যায় শিশুটির দেহ। কুয়োয় উপুড় হয়ে ভাসছে ৬ বছরের শিশুকন্যার দেহ। লন্ডভন্ড গোটা ঘর। খোলা রয়েছে আলমারি। মেঝেতে পড়ে জামাকাপড়, বিভিন্ন নথি।

ছোট্ট মেয়ের নিথর দেহ কুয়োতে দেখার পর থেকে শোকে পাথর মা। থামছে না কান্না। তবে কি লুঠ করতে এসেই কুয়োয় ফেলে দেওয়া হয়েছিল শিশুটিকে ? পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে তেমনটাই।

মৃত শিশুর মায়ের দাবি, গতকাল রাতে স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। ঘুম থেকে উঠে দেখেন, আলমারি খোলা, টাকাপয়সা খোয়া গিয়েছে, মেঝেয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে ব্যাঙ্কের পাস বই, গুরুত্বপূর্ণ নথি। একই সঙ্গে তাঁর ৬ বছরের মেয়েরও খোঁজ মিলছিল না। পরে বাড়ির কুয়ো থেকে শিশুর দেহ উদ্ধার হয়। দমকলে খবর দিলে কুয়োর জল ছেঁচে উদ্ধার করা হয় শিশুটির মৃতদেহ। মৃত শিশুর বাবা বাপি গোস্বামী বলেছেন, আমার মেয়েটাকে মেরে ফেলেছে। টাকা পয়সা সব লুঠ করে নিয়ে গেছে। ঘটনাস্থলে যান পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। কীভাবে শিশুকন্যার মৃত্যু হল, খতিয়ে দেখছে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ।

কাটছে না ডেঙ্গির প্রকোপ, মৃত আরও ১

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): ক্রমশ রাজ্যজুড়ে আতঙ্ক বাড়াচ্ছে ডেঙ্গি। সোমবার রাতে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ডেঙ্গিতে প্রাণ গেল আরও একজনের। বেশ কিছুদিন ধরেই জ্বর-সহ ডেঙ্গির একাধিক উপসর্গ ছিল মৃতে।

জানা গিয়েছে, মৃতের নাম ভরত দাস। বয়স ৫৪ বছর। উত্তর ২৪ পরগনার শাসনের বাসিন্দা। বেশ কিছুদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন তিনি। ডেঙ্গির একাধিক উপসর্গও ছিল তাঁর। স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তীতে তাঁর ডেঙ্গি পরীক্ষা করা হয়। রিপোর্ট আসে পজিটিভ।

১২ নভেম্বর তাঁকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। সোমবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় ওই প্রৌঢ়ে। গত কয়েক মাস ধরে রাজ্যজুড়ে ক্রমশ থাবা চওড়া করছে ডেঙ্গি। জেলার পাশাপাশি শহর কলকাতার বহু মানুষ প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছেন। চিকিৎসায় অনেকেই যেমন সুস্থ হয়ে উঠছেন তেমনই মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের দাবি, পরিস্থিতি মোকাবিলায় সব রকম চেষ্টা হচ্ছে। আমজনতাকে সচেতন করার পাশাপাশি মশা নিধনে ছোটানো হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই।

"দুষ্কৃতিদের নেতা বানিয়ে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে", মন্তব্য দিলীপের

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): "দুষ্কৃতিদের নেতা বানিয়ে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। তারা যা খুশি করে বেড়াচ্ছে। যারা সরকারি পার্টিতে আছে, তারা সংরক্ষণ পাচ্ছে। আর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

মঙ্গলবার সকালে নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে এসে বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ এই মন্তব্যকরেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জয়নগর কান্ডের প্রতিক্রিয়ায় তিনি আরও বলেন, "এই ধরনের হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংস লীলা আজ নয়। অনেকদিন ধরেই হচ্ছে। বগটুই, বীরভূমের একাধিক জায়গায় মূলত মুসলিম সমাজকে টার্গেট করা হচ্ছে। লড়াই ওদের মধ্যে। আর সেটা নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। ওদের রাজনীতির বোরে হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এক জিনিস বগটুইতে হয়েছিল। সরকার কোথায়?

'মেমোরিজ মুভিজ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট', কলকাতায় রাজা ভেঙ্কটেশ্বরের গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): মহানগরীতে প্রকাশিত হল 'ম্যানেজমেন্ট গুরু' রাজা ভেঙ্কটেশ্বরের প্রথম বই 'মেমোরিজ মুভিজ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট'। বলি সিনেমাও ম্যানেজমেন্টের পাঠ্যক্রম হতে পারে, নিজের বইতে অভিনব ভঙ্গিতে তা তুলে ধরেছেন লেখক। ফলে 'মেমোরিজ মুভিজ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট' হয়ে উঠেছে অভিনব এক গ্রন্থ। ম্যানেজমেন্ট এর পাঠ সিনেমার মাধ্যমে দর্শক সাধারণের কাছে উপস্থাপন করা হচ্ছে অনবরত। এর অন্যতম উদাহরণ - অগ্নিপথ ছবি। নাম ভূমিকায় - অমিতাভ বচ্চন। রাজা ভেঙ্কটেশ্বর, সুপারস্টার অমিতাভের ফ্যান। যে কারণে ছবিটি বক্স অফিসে হিট হওয়ার আগেই এক সপ্তাহের মধ্যেই আটবার তিনি দেখেছেন। ঐ পুস্তকে ২১টি ছবির ২১ টি ডায়লগ তিনি তাঁর প্রথম রচিত পুস্তকে বর্ণনা করেছেন। এই মুহূর্তে একজন সুলেখক। এই পুস্তক প্রকাশ তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা এবং সিটি অফ জয় - এই কলকাতা শহরেই। তিনি, একজন আপাদমস্তক প্রযুক্তিবিদ এবং স্বপ্নদর্শী। তাঁরই এক ফাঁকে কলম ধরেছেন ও লিখেছেন পুস্তক - 'স্মৃতি, চলচ্চিত্র এবং পরিচালনা', - যা তার মনের গভীর প্রতিফলন। বইটি আগাগোড়া - মননশীল। এবং সহজে পড়া যায় এমন নিপুণশৈলীতেই রচিত হয়েছে এই পুস্তকের প্রেক্ষাপট। যদিও এটি একটি সহজ পাঠ্য, এবং সত্যিই উপলব্ধিযোগ্য। যারা মানবিক পদ্ধতিতে নেতৃত্বের ধারণাগুলি প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যা করতে পছন্দ করেন তাদের জন্য দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, শিক্ষা হিসাবে নেওয়া ভারতীয় চলচ্চিত্র থেকে বক্তৃতা, একটি সুন্দর রূপক হিসাবে কাজ করে। আদতে তিনি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। যদিও নেতৃত্ব দিয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রেই। গত দু দশক ধরে তিনি দূরদর্শী নেতা হিসেবে অনেকটা পথ পরিক্রমা করেন। মানবিকতা রক্ষায়ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

লেখক - রাজা, চারটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় (আই আই টি, ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো, আই ই বিজনেস স্কুল, এবং ইউনিভার্সিটি অফ সিডনি) - তে অধ্যয়নের প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটি তৈরি করেছেন। সেই পথেই হেঁটেছেন, তাঁকে আমাজন জঙ্গলের মধ্য দিয়েও যেতে হয়েছিল। কিছুটা হলেও সত্যিই বেশ কিছু সুউচ্চ পর্বত এ যাত্রায় তাঁকে টপকাতে পর্যন্ত হয়েছে। সুদীর্ঘ ঐ যাত্রাপথে সাপের কামড় ও জংলি মাছের অত্যাচার তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বর্তমানে থাকেন তিনি এবং প্রায়ই তাঁর নিজের বাড়িতে পোষ্য মুরগির সঙ্গে তাঁর ভাব বিনিময় হয়ে থাকে। এই বইটিতে সারল্যের উদাহরণ ও মূল সুর ধরা পড়েছে। এগুলি সরাসরি হৃদয় থেকেই আসে এবং এতটাই স্পষ্ট যে তিনি চলচ্চিত্র, মানুষ এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে গুরুতর চিন্তাভাবনাকে কতটা ভালোবাসেন তা উঠে আসে। সুতরাং এই পুস্তক তাঁর কাছে এক জ্বলন্ত নিদর্শন মাত্র।

যেহেতু তিনি এবং দল গঠনমূলকভাবে বিভিন্ন ব্যবস্থাপকীয় সম্ভাবনাকে টেবিলে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, একটি বই লেখার ক্ষেত্রে তার উৎসাহ বিকশিত হয়েছিল। তার উদারতা এবং জ্ঞানের গভীরতা আশ্চর্যজনক এবং প্রেরণাদায়ক হয়েছে। এই সমস্তগুলি বইতে প্রতিফলিত হয়েছে, যা ব্যক্তিগত (আপনি চলচ্চিত্র সম্পর্কে অনেক কিছু শিখবেন!) এবং পেশাদার (আপনার ব্যবসার জন্য কী গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে আপনি আরও বেশি শিখবেন) উভয় স্তরেই আন্তরিক এবং আকর্ষণীয়।

এদিকে, প্রযুক্তি এবং ব্যবসায়িক কৌশল বোঝার ক্ষেত্রে কম সংখ্যক মানুষ তার অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মিল রাখতে পারে। এটি তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং গল্পগুলির সাহায্যে বইটি জুড়ে স্পষ্ট করা হয়েছে, যা বন্ধুত্বপূর্ণ সুরে প্রিয় বলিউড অভিনেতার পরিচয়ের সাথে জড়িত। ম্যানেজমেন্ট গুরু - রাজা ভেঙ্কটেশ্বর হলেন তেমনই এক সেরা ব্যক্তিত্ব। কলকাতায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা। সেন্ট লরেন্স স্কুলে পড়াশোনা। এরপর আই আই টি"তে উচ্চশিক্ষা। এই মুহূর্তে বলা যেতে পারে, এই বিপর্যয়ের পরিবর্তনগুলি তদন্ত করার জন্য, যে কেউ যতটা সম্ভব প্রস্তুত হোন, এবং তারা যে সুযোগগুলি উপস্থাপন করেন তার সদ্ব্যবহার করুন। এই দ্রুত বিকশিত সময়গুলি বুঝতে আগ্রহী যে কেউ, কীভাবে সেরা"দের সকলে তাদের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এবং কীভাবে সেরা কিছু ব্যর্থ হয়েছে, তাদের এই বইটি অবশ্যই পড়ে দেখা উচিত। এবং তা খুব সহজ বিষয়! বিশেষ করে কিছু ব্যক্তিগত উপাখ্যান পছন্দ হবে, যা লেখক হালকা চালে ও বিনয়ী সুরের মাধ্যমে এই পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, অতি সহজেই যা অনুমেয়।

আহভা কমিউনিকেশন আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে, দক্ষিণ কলকাতার 'ট্রাইব' ক্যাফে"তে আলোকিত এক প্যানেল আলোচনার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব বিপ্লব দাশগুপ্ত সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিচালনা করেন। এই অনুষ্ঠানে লেখক রাজা ভেঙ্কটেশ্বর ছাড়াও সাংবাদিক মঞ্জিরা মজুমদার ও লেখক বৈশালী চ্যাটার্জি দত্ত - প্যানেলিস্ট হিসাবে যোগ দিয়েছেন। তাঁর এই পুস্তক রচনার যাত্রা সবে শুরু হয়েছে মাত্র। পাঠক ও দর্শক এবং পুস্তক প্রেমীদের চাহিদা ও পছন্দের ভিত্তিতেই আগামী বছরের মাঝামাঝি আরও দুটি বিষয় নিয়ে পুস্তক প্রকাশের জন্য উপস্থিত সকলকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। প্রতিদিনের কর্মযজ্ঞে বাঁচার মূল মন্ত্র আনন্দ এবং তা খুঁজে পেতে হলে আড্ডা, হাসি, বন্ধুত্ব - নতুন করে বেঁচে থাকার আসল রসদ। পরবর্তী পর্যায়ে একটি পুস্তক শীঘ্রই আলোর মুখ দেখতে চলেছে। বিষয় হল - হাস্যরসাত্মক।

উত্তরাখণ্ডে আটক বাংলার শ্রমিকদের উদ্ধারে সচেষ্টার জন্য শুভেন্দুকে তথাগতর সাধুবাদ

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডে দুর্ঘটনার মুখে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সাধুবাদ জানালেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

শুভেন্দুবাবু এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "আমি উত্তরাখণ্ড সরকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যমুনোত্রী জাতীয় সড়কের উত্তরকাশীতে একটি নির্মাণাধীন সুড়ঙ্গে ধসে আটকা পড়া পশ্চিমবঙ্গের ৩ জন সহ ৪০ জন শ্রমিকের উদ্ধার অভিযানের বিষয়ে কথা বলেছি। আমাকে জানানো হয়েছে যে সেনাবাহিনী এবং এনডিআরএফ নিরলসভাবে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। আশা করা হচ্ছে যে আটকে পড়া শ্রমিকদের যে কোনও সময় শীঘ্রই সরিয়ে নেওয়া হবে। এরই মধ্যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। তাদের খাবার, জল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। উত্তরাখণ্ড সরকার দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের জয়দেব প্রামাণিক, মনির তালুকদার ও সৌভিক পাখিরা-সহ আটক ৪০ জন শ্রমিকের নিরাপত্তা ও দ্রুত উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করছি।

তথাগতবাবু মঙ্গলবার শুভেন্দুবাবুর উদ্যোগের এই প্রমাণ যুক্ত করে এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "দলের দায়িত্বশীল নেতার কাছে এটাই প্রত্যাশা।"

মধ্যপ্রদেশ এখন আর বীমারু রাজ্য নয়, উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে : জে পি নাড্ডা

রতলাম, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশ এখন আর বীমারু রাজ্য নয়, বরং উন্নয়নশীল রাজ্যে উন্নীত হয়েছে এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। খুশি ব্যক্ত করে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের রতলাম জেলার আলোট বিধানসভা এলাকায় আয়োজিত এক জনসভায় নাড্ডা বলেছেন, আগামী ১৭ নভেম্বর আপনারা যে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন, তা শুধুমাত্র বিধায়ক বানানোর জন্য নয়, আপনাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার জন্য। নাড্ডা বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীজির নেতৃত্বে আমাদের বিজেপি সরকার এখানে (মধ্যপ্রদেশ) নীতিগত পরিবর্তন এনে তৃণমূলস্তরে কাজ করেছে।' নাড্ডা এদিন জোর দিয়ে বলেছেন, 'আপনারা কংগ্রেসকে ভালো করে চিনে নিন, তাঁরা নতুন আঙ্গিকে আসে। কংগ্রেস মানে দুর্নীতি, অসদাচরণ, ব্যভিচার, উন্নয়নহীন সমাজ, ধ্বংসাত্মক নীতি এবং স্বজনপ্রীতি। যেখানে বিজেপি মানে উন্নয়ন, প্রগতি, জনগণের সরকার, উপকারী সরকার।' নাড্ডা আরও বলেছেন, 'কংগ্রেস অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার কেলেঙ্কারি, টুজি কেলেঙ্কারি, কয়লা কেলেঙ্কারি, সাবমেরিন কেলেঙ্কারি, চাল কেলেঙ্কারি করেছে। কংগ্রেসের একটা মডেল রয়েছে - সেটা হল নিখোঁজ মডেল। রাস্তা নিখোঁজ, বিদ্যুৎ নিখোঁজ, আবাসন প্রকল্প নিখোঁজ, প্রতিটি ঘরে ঘরে জল ও উন্নয়ন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।'

কোচবিহারে ট্রাক ও বাসের সংঘর্ষে জখম হলেন বেশ কয়েকজন, ২ জনের অবস্থা গুরুতর

চ্যাংরাবান্ধা, ১৪ নভেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারে ট্রাক ও বাসের সংঘর্ষে জখম হলেন বেশ কয়েকজন। মঙ্গলবার দুপুর ১টা নাগাদ মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধার রেলের ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। দু'জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের জলপাইগুড়ির হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাস চালক প্রায় আধাঘণ্টা বাসে আটকে ছিলেন। তারপর আর্থমুভারের সাহায্যে তাকে বের করা হয়। দুর্ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। পরে পুলিশ যানজট মুক্ত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মহারাষ্ট্রের আহমেদনগরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে আহত ৫, গ্রেফতার ৭

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছে। মঙ্গলবার একজন পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এই ঘটনায় সাতজন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোমবার সকালে মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলার রাহুড়ির গুহা গ্রামে একটি মন্দিরে উপস্থিত দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে ৫ জন আহত হয়েছেন। যখন একদল ব্যক্তি তাদের আচার-অনুষ্ঠান পালন করছিল তখনই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। মঙ্গলবার পুলিশ আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, মন্দিরে দুটি সম্প্রদায়ের মানুষই উপস্থিত থেকে

কাঞ্চনপুর শ্যামামায়ের পুজোর সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৪ নভেম্বর।। কাঞ্চনপুর মহকুমা জুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্যামামায়ের পুজোর সমাপ্তি হয়েছে। এবছর মহকুমায় পারিবারিক পুজোর পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব ও সমাজিক সংস্থার উদ্যোগে বড় বাজেটের কালী পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। পুজোর আয়োজক প্রতিটি ক্লাবের পক্ষ থেকেই পুজোর পাশাপাশি বিভিন্ন সেবামূলক কাজের আয়োজন করা হয়েছে।

কাঞ্চনপুর মহকুমায় এবছরের বড় বাজেটের পুজোর আয়োজন করেছে মহকুমার পুরাতন ক্লাব গুলির মধ্যে মিলন সংঘ, নেতাজী ক্রিড়া সংঘ, রবীন্দ্রনগর সার্বজনীন কালী পূজা কমিটি। কাঞ্চনপুর মহকুমার গুরুত্বপূর্ণ দশদা এলাকায় এবছরের বড় বাজেটের কালী পুজোর আয়োজন করে এলাকার বনেদি ক্লাব হিসেবে পরিচিত প্রগতি সংঘ।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অমল চক্রবর্তী প্রগতি সংঘের পুজোর অস্থায়ী মন্দির উদ্ভোধন করেন।শ্রী চক্রবত্তী প্রগতি সংঘের পুজোর অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সার্বজনীন কালী পুজোর প্রচলন নিয়ে নানা অজানা তথ্য তুলে ধরেন। এছাড়া তিনি মহকুমার শান্তি বজায় রেখে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পন্ন করার আহ্বান জানান। প্রগতি সংঘের পক্ষ থেকে কালি পুজো উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা ও নানা সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া দশদা এলাকায় বড় বাজেটের কালি পুজোর আয়োজন করেছে ভগত সিং ক্লাব।মাতাবাড়ীর কালি মন্দিরের অনুকরনে পুজোর প্যান্ডেল তৈরি করেছে ভগতসিং ক্লাব। সবকিছু মিলিয়ে এবছরে কাঞ্চনপুর মহকুমার জুড়ে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যদিয়ে শ্যামামায়ের আরাধনা সম্পন্ন হয়েছে।

ধর্মনগর মহকুমা আইন সেবা কমিটির উদ্যোগে সঙ্গদীপ হোম ফর গার্লসে শিশু দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ নভেম্বর।। মঙ্গলবার ধর্মনগর মহকুমা আইন সেবা কমিটির উদ্যোগে সঙ্গদীপ হোম ফর গার্লসে শিশু দিবস উপলক্ষে আইনি সচেতনতা শিবির এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা আইনসভা কমিটির সদস্যা সচিব অপরাজিতা সিংহ ,এডভোকেট বিথী নাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সঙ্গ দীপ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সকল বোর্ড সদস্য সদস্যাগণ এবং পি এল ভি স্বপ্না চক্রবর্তী।এদিন উপস্থিত অতিথিরা বিভিন্ন আইনি বিষয় নিয়ে শিশুদের সাধারন ধারনা প্রদান করেছেন। আলোচনার শেষে এদিন বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

ব্যাংকের প্রচুর নথিপত্র

● **প্রথম পাতার পর** থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারনা জনৈক দমকলকর্মীর। ব্যাংকে কোনো নিরাপত্তা কর্মী না থাকায় ওই ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা দমকলকর্মীর।

জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, আজ সকাল ৬ টা নাগাদ খবর আসে শকুন্তলা মার্কেটস্থিত কে দাস মার্কেটে ইন্ডিয়ান ব্যাংকে আগুন লাগার দৃশ্য দেখতে পায় সানীয় মানুষ। সাথে সাথে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকল বাহিনী। দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আসে। কারণ, ব্যাংকে কোন নিরাপত্তা কর্মী না থাকায় এই বড় ঘটনা।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ব্যাংকের আগুন লাগার ফলে দুটি কম্পিউটার সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। বিদ্যুতের শটসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারনা জনৈক দমকলকর্মীর। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে পুলিশ। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শিশুদিবস পালিত বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া , ১৪ নভেম্বর।। আজ ১৪ই নভেম্বর ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত পন্ডিত জওহর লাল নেহেরুর জন্মদিন। উনার জন্মদিনকে প্রত্যেক বছরই পালিত হয় শিশু দিবস হিসেবে। এবারেও আজকের দিনটি শিশু দিবস উদযাপন করা হলো আজ বেলা সাড়ে এগারোটায় বিলোনিয়া বজেন্দ্র কিশোর ইনস্টিটিউশনে।

এই দিনের আয়োজিত শিশু দিবস অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেছেন ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক কুলেন্দ্র ত্রিপুরা সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাগন। এছাড়া ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুস্পাঞ্জলী নিবেদন করা হয়। এই দিন শিশুদের লেখাপড়ার বাইরে আনন্দ দেওয়ার জন্য আজ শিশুদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকারাই শিশুদের হয়ে মঞ্চের বিভিন্ন সংস্কৃতি অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

দিশেহারা মানুষ

● **প্রথম পাতার পর** কথায় টাকা রাখার পরে যখন মেচুরিটি হয় তখন তালবাহানা করতে শুরু করেন শ্রীদেব।

এলাকার বেশ কিছু অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক থেকে শুরু করে কৃষক ,শ্রমিক অংশের মানুষ গোটা জীবনের কষ্টার্জিত টাকা ঘিলাতলি প্যাক্স সমবায় সমিতিতে রাখলেও প্রাণেশ দেবের ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি হয়েছে বর্তমানে।

নিজেদের কষ্টার্জিত টাকার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে এলাকার বেশ কয়েকজন অভিভাবক স্থানীয় গ্রাহক সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির প্রেসিডেন্ট গৌতম দেব রায়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে গৌতম বাবু সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের অভিযোগ শোনার বদলে তাদের সাথে অনেকটাই দুর্ব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ করেছেন মানিক শুক্ল দাস সহ একাধিক প্রতারিত।

শুধু তাই নয় একাংশ গ্রাহকদের অভিযোগ হচ্ছে তারা যখন ঘিলাতলী প্যাক্স সমবায় সমিতি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকারের রশিদ এবং পাসবুক নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রেসিডেন্ট গৌতম বাবুকে দেখান তখন গৌতম বাবু এগুলোকে কলাপাতা হিসেবে আখ্যায়িত করে গ্রাহকদের সরাসরি জানিয়ে দেন এই ব্যাপারে প্যাক্স কোন বিষয়ে জানে না।

গোটা বিষয় সম্পর্কে গ্রাহকদের পক্ষ থেকে এলাকার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মানিক শুক্ল দাস দাবি করেছেন তিনি তার সারা জীবনের কষ্টার্জিত টাকা নিজের নামে এবং ওনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নামে এই সমবায় সমিতিতে গচ্ছিত রেখেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে উনি অনুধাবন করতে পারছেন উনার সাথে বড়সড়ো প্রতারণা করা হয়েছে। মানিক শুক্ল দাসের মতো জিতেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, রাকেশ চন্দ্র দেব, গিতা রানী দেবনাথ, ক্ষিতীশ দেবনাথ, পিন্টু দেবনাথ প্রমূখরা সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিতে টাকা রেখে এখন সর্বস্ব হারিয়েছেন বলে এলাকায় কান পাতলেই শোনা যায়।

গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত কয়েকদিন ধরে ঘিলাতলি এলাকায় চাপা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এলাকার মানুষ সঙ্গবদ্ধ ভাবে দিনে কয়েকবার প্যাক্স সমবায় সমিতিতে অভিযান সংঘটিত করছেন, কিন্তু অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ম্যানেজার প্রানেশ দেব ইতিমধ্যে গা ঢাকা দিয়েছেন এবং উনার মোবাইল বন্ধ করে রেখেছেন। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের টাকা নিয়ে প্রতারণা হয়েছে এ বিষয়টা পরিষ্কার , কারণ বিভিন্নভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গেছে সংশ্লিষ্ট প্যাক্স সমবায় সমিতির ম্যানেজার প্রাণের দেব ঘিলাতলী প্যাক্স সমবায় সমিতির নাম ছাড়াও ঘিলাতলি স্মল সঞ্চয় লিমিটেড এর নামে রসিদ প্রদান করে এলাকার মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা সংগ্রহ করেছেন, যার বেশ কিছু প্রমাণ গোটা এলাকার বিভিন্ন গ্রাহকদের কাছে রয়েছে।

সার্বিক পরিস্থিতির নিরিখে অনুমান গোটা ঘিলাতলি সমবায় সমিতির আর্থিক ঘোটালার পরিমাণ টাকার অংকের হিসেবে অর্ধ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড প্রাণেশ দেব হলেও সংশ্লিষ্ট ঘটনার সাথে অন্য কেউ জড়িত কিনা, এনিয়ে এলাকা জুড়ে গুঞ্জন।

তবে আপাতত গোটা ঘটনা যেদিকে মুর নিচ্ছে তাতে এটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ঘিলাতলী প্যাক্স সমবায় সমিতি লিমিটেডে সাধারণ মানুষদের গচ্ছিত টাকা নিয়ে ব্যাপক ঘোটালা হয়েছে এবং এলাকা সূত্রে দাবি উঠছে অবিলম্বে উপযুক্ত ঘটনার তদন্তক্রমে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং যাদের দৌলতে এই প্রতারণা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সহ সাধারণ মানুষ যাতে করে তাদের গচ্ছিত টাকা ফেরত পেতে পারে সেই দাবিও কিন্তু উঠছে।

পাশাপাশি গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখনো পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ম্যানেজারের বিরুদ্ধে কেন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, তা নিয়ে একাংশ প্রশ্ন তুলছেন।

পাশাপশি সমবায় দপ্তরের একাধিক আধিকারিককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে উনাদের অভিমত হচ্ছে সমবায় সমিতিগুলি যেহেতু স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা তাই দপ্তর সরাসরি হস্তক্ষেপ করেনা। সংশ্লিষ্ট সমবায়

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক ১৭২৬টি নতুন সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। সমিতির কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রকের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে রাজ্যের ২৬৮টি ল্যাম্পস প্যাক্সের কম্পিউটারাইজড করার কাজ শুরু হয়েছে। ইজ অব ডুয়িং বিজনেসের অন্তর্গত স্বগাত পোর্টালের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলির নিবন্ধিকরণের জন্য আবেদন করা যাচ্ছে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি পরিযোজনার মাধ্যমে সুলভমূল্যে রাজ্যের সকলস্তরের মানুষের কাছে ঔষধ সরবরাহ করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শষ্য ভান্ডার ভারতে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ১১টি জেলাকে চিহ্নিত করে গোডাউন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ত্রিপুরার গোমতি জেলার খিলপাড়া প্যাক্সে এই প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। ১৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এই গোডাউন নির্মাণ সম্পন্ন করা হবে। অনুরূপভাবে দেশের প্রত্যেকটি জেলায় অন্তত একটি করে গোডাউন নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি ল্যাম্পস প্যাক্সে প্রধানমন্ত্রী কৃষক সমৃদ্ধি কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্তের কথাও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তাছাড়া সমবায় সমিতিগুলির অডিটের কাজ ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিধায়ক মাইলাফু মগ, ত্রিপুরা মার্কফেডের চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেব, গোমতী মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রতন ঘোষ, ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান কমলকান্তি সেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের গোমতী জেলার জন্য একটি মোবাইল এটিএম ভ্যান এবং সোনামুড়া বিভাগীয় ল্যাম্পসের রুরাল মার্ট- এর পতাকা নেড়ে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকল্পে ল্যাম্পস প্যাক্সগুলিকে ঋণ অনুমোদন পত্র, মাইক্রো এটিএম তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী সহ আন্যান্য অতিথিগণ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বোতাম টিপে উদয়পুর এবং শান্তিবাজারে দুটি এটিএম কাউন্টারের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে রাজ্য সমবায় সমূহের বিভিন্ন কর্মসূচি ও সফলতার উপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

আর্থিক সাহায্য মন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর** ছিলেন চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রী টিংকু রায় কৈলাসহরের মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার, কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শিবু চন্দ্র দে, কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপারসন চপলা রানী দেবরায়, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মবসর আলী থেকে শুরু করে আরোও অনেকে। মন্ত্রীর এই ধরনের উদ্যোগ দেখে খুবই খুশি গোটা কৈলাসহরবাসী।

কল্যাণপুরে সাড়া জাগানো শারদ সম্মান ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৪ নভেম্বর।। এ যেন এক নতুন কল্যাণপুরকে দেখা গেল সোমবার রাতে। একদা সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর কল্যাণপুর যে এইবার সত্যিকারের অর্থে নতুন করে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে তার অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবার কল্যাণপুর আরডি ব্লক এবং আরক্ষা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন হয়েছে সাড়া জাগানো শারদ সম্মান ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের একেবারে শুরুতেই ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, স্থানীয় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা সম্মিলিতভাবে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করেছেন। গোটা জেলা থেকে আমন্ত্রিত বিভিন্নস্তরের সংগীত এবং নৃত্যশিল্পীরা মন মাতানো পরিবেশনের মধ্য দিয়ে একপ্রকার মাতিয়ে তুলে গোটা আয়োজনকে।

দীর্ঘদিন পর কল্যাণপুরে এমন সাড়া জাগানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। আলোচনা করতে গিয়ে কল্যাণী সাহা রায় দাবি করেন আজকের এই মন মাতানো আয়োজন সহ সার্বিকভাবে কল্যাণপুরের বর্তমান চিত্র প্রমাণ করছে সময়ের সাথে সাথেই কল্যাণপুরও অনেকাংশে এগিয়ে চলছে নিজস্ব ছন্দে, অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে।

অন্যদিকে বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী দাবি করেন, এবছর নিরবচ্ছিন্নভাবে শারদ উৎসব সম্পন্ন করে কল্যাণপুর গোটা জেলা সহ রাজ্যের মধ্যে অন্য বার্তা দিতে সক্ষম হয়েছে। তিনি যেভাবে প্রশাসন থেকে শুরু করে সর্বসাধারণের সহযোগিতায় গোটা কল্যাণপুরে শান্তিপূর্ণ শারদ উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন বিধায়ক। এদিনের এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে কল্যাণপুর ব্লক এলাকার বিভিন্ন ক্লাবগুলোর মধ্যে স্বচ্ছতার, আইন-শৃঙ্খলা, প্রতিমা এবং মন্ডপ এর নিরিখে মূল্যায়নকারীদের মূল্যায়নের রায় দানের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পুজো উদ্যোক্তাদের সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও শারদ উৎসব আয়োজনে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য স্কাউট অ্যান্ড গাইডস এর সদস্যদের হাতেও এদিন স্মারক তুলে দেওয়া হয় আয়োজকদের তরফে।

গোটা অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক হিমেন্দু বিকাশ পাল, কল্যাণপুর থানার ওসি ইন্সপেক্টর তাপস মালাকার, বিশিষ্ট সমাজসেবক জীবন দেবনাথ প্রমুখ।

কল্যাণপুর আর ডি ব্লকের উদ্যোগে এবং আরক্ষা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত গোটা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কল্যাণপুর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ। উল্লেখ্য এবছর গোটা কল্যাণপুরে সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী নিরানব্বইটি দুর্গাপূজা সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে একত্র সংঘ, নেতাজি ক্লাব, শান্তিপ্রিয় সংঘ, গোপালনগর সামাজিক সংস্থা।

রাহুল গান্ধী

● **প্রথম পাতার পর** বিজেপি নয়, কংগ্রেসকে নির্বাচিত করেছিলেন। এরপর বিজেপি নেতারা, নরেন্দ্র মোদী, শিবরাজ সিং চৌহান এবং অমিত শাহ মিলে বিধায়ক কিনে মধ্যপ্রদেশের নির্বাচিত সরকারকে চুরি করে। কোটি কোটি টাকা দিয়ে এবং কংগ্রেস পার্টির বিধায়কদের কিনে নিয়ে আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনার হৃদয়ের কণ্ঠ বিজেপি নেতারা, প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা চূর্ণ হয়েছে। আপনারা প্রতারিত হয়েছেন।'

রহস্য

● **প্রথম পাতার পর** ও অমিতের ২ বছরের এক সন্তান রয়েছে। গৃহবধূর বাপের বাড়ির সদস্যদের আরো অভিযোগ, প্রতিদিন স্বামীর হাতে নির্যাতনের শিকার হতেন ওই গৃহবধূ বলে অভিযোগ। ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ির সদস্যরা।

বিদ্যুৎমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** জানিয়েছেন ১৯১২ পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদেরও।

এদিন তিনি আরও বলেন , রাজ্য সরকারে ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবা। বিদ্যুতের বিকল্প কোনো কিছু নেই। তাই প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যুৎ ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি আশা ব্যক্ত করেন , বিদ্যুৎ দপ্তরের সমস্ত স্তরের প্রকৌশলী, আধিকারিক এবং কর্মীদের সম্মিলিত সহযোগে আগামীদিনেও রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান অব্যাহত থাকবে।

আহত ৪, আটক ১

● **প্রথম পাতার পর** নেশাগ্রস্থ অবস্থায় বাড়ি এলে আক্রমণকারীরা তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধোর করে বলেও অভিযোগ উঠেছে। সুশান্তকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে আরো তিনজনকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিল পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

জয়নগরে পুলিশের বাধার মুখে কান্তি-সুজনরা দফায় দফায় ধস্তাধস্তি

জয়নগর, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের দলুয়াখাকি গ্রামে বামেদের প্রতিনিধি দল ঢোকার চেষ্টা করতেই তুলকালাম কাণ্ড হয়। সোমবারের তুমুল অশান্তির পর জয়নগরে এদিন ঘরছাড়া গ্রামবাসীরা ফিরে আসতে চেয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আসেন সুজন চক্রবর্তী-সহ সিপিএম নেতৃত্ব। কিন্তু অভিযোগ, পুলিশ তাঁদের ফিরতে বাধা দিয়েছে। আটকানো হয় সিপিএম নেতৃত্বকে। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, """আমাদের আটকানো হচ্ছে কেন?""" পুলিশের বাধার মুখে পড়েন সুজন চক্রবর্তী, কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়রা। পুলিশের সঙ্গে কার্যত ধস্তাধস্তি ও বচসায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা।মাথায় হেলমেটধারী পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি শুরু হয় সুজন চক্রবর্তীদের। সুজন চক্রবর্তীকে পুলিশের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, 'কেন আটকাচ্ছেন? সব কিছুর একটা সীমা থাকা দরকার।'

বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঢোকার মুখেই পুলিশ বাধা দেয় বামেদের এই প্রতিনিধিদলকে। বারুইপুর পুলিশ জেলার এসডিপিও, কুলতলির আইসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল গুদামের হাট সংলগ্ন রাস্তার মোড়ে। বাম প্রতিনিধিদলের গাড়ি বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঢোকার মুখে পথ আটকান পুলিশকর্মীরা।এরপরই বর্ষীয়ান বাম নেতাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় পুলিশের। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন সুজন চক্রবর্তীরা। কিন্তু তারপর আবার ব্যারিকেড করে আটকে দেওয়া হয় তাঁদের। দফায় দফায় পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বাম নেতৃত্বের প্রতিনিধিরা।জানা যাচ্ছে, দলুয়াখাক গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির মহিলারে সঙ্গে এদিন দলীয় অফিসে কথাবার্তা বলেন সিপিএম নেতার। তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দেন। এরপর ওই মহিলাদের নিয়ে সিপিএমের এক প্রতিনিধিদল দলুয়াখাকি গ্রামের উদ্দেশে রওনা দেয়। এরই মধ্যে মাঝপথে সিপিএমের প্রতিনিধি দলকে আটকে দেয় পুলিশ। দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বাম নেতারা। বাম নেতৃত্বও সিদ্ধান্তে অনড়, এদিকে পুলিশও তাঁদের এগোতে দিতে রাজি নয়।সংবাদমাধ্যমের সামনে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সুজন চক্রবর্তী। বললেন, "আমরা সব মহিলাদের নিয়ে থানায় যাব। অভিযোগ জানাব। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কতটা পুলিশের দায়িত্ব, আর কতটা আমাদের দায়িত্ব, সেটা বুঝিয়ে দিয়ে আসব। আমরা তিন দিন সময় দেব। তার মধ্যে কাজ না হলে, আমরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে আসব।"প্রসঙ্গত সোমবার জয়নগরের দাপুটে তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন লস্করকে খুনের অভিযোগ ওঠার পর থেকে তুলকালাম শুরু হয়। অভিযোগ, পাল্টা হিসেবে দলুয়াখাকি গ্রামে বেছে বেছে সিপিএম কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় নির্মম ভাবে। সেই ঘটনায় অন্তত ২৫ থেকে ৩০টি পরিবার ঘরছাড়া হয়েছিল বলে সিপিএম সূত্রে খবর। তাঁরা দলীয় দফতরে আশ্রয় নেন। মঙ্গলবার, সেই ঘরছাড়া গ্রামবাসীদের বাড়ি ফিরিয়ে দেবেন বলেই সুজন চক্রবর্তী, কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বর্ষীয়ান সিপিএম নেতারা এসেছিলেন।কিন্তু অভিযোগ, সিপিএম নেতারা গ্রামের ভিতর গেলে অশান্তি হতে পারে এই যুক্তিতে কান্তি-সুজনদের আটকে দেওয়া হয়। তা হলে গ্রামবাসীদের আটকানো হল কোন যুক্তিতে? এই নিয়ে পুলিশকে প্রশ্ন করা হলে তাঁদের সটান উত্তর, ওঁদের আটকানো হয়নি। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় যে ছবি ধরা পড়েছে, তা অবশ্য অন্য কথা বলছে। সে নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পুলিশ আধিকারিকের এক জবাব, """ ওঁদের আটকানো হয়নি।সঙ্গে সংযোজন, ওঁদের নিশ্চিত ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।""" কিন্তু এখনই কেন নয়? উত্তর নেই। অভিযোগ রয়েছে আরও। ঘরছাড়া পরিবারগুলি যে আজ ফেরার চেষ্টা করবেন, সে কথা জানা সত্ত্বেও কেন কোনও মহিলা পুলিশকর্মী ছিল না? এরও কোনও উত্তর দেয়নি প্রশাসন।

দুর্গাপুরে ভাতৃদ্বীতিয়ায় একই পরিবারের বিরল গ্রুপের রক্তদানের নজির

জয়দেব লাহা

দুর্গাপুর, ১৪ নভেম্বর (হি. স.): এ এক অন্য ভাতৃদ্বীতিয়া পালন। ফোঁটা দেওয়ার মাধ্যমে ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করে বোন। তবে সেই উৎসবকে অন্যমাত্রা দিল দুর্গাপুরে জেসপ গেট কালি পূজা কমিটি। যার উদ্যোক্তার মুলে স্থানীয় গুরুং পরিবাররে ৭ সদস্য বিরল গ্রুপের রক্তদান করল। রক্তদানের মাধ্যমে ভাতৃদ্বীতিয়া ও ভাইদুজ পালন করল। মঙ্গলবারনজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী রইল শিল্পশহর।

দুর্গাপুরের জেসপ গেট পূজা কমিটি। বিগত ২৫ বছর ধরে সেখানের নিই রবীন্দ্রপল্লীতে কালীপুজো করে আসছে। পুজোয় সেরকম আড়ম্বর না থাকলেও সমাজসেবায় উৎসাহ রয়েছে পুজা কমিটির। অতীতে শুধু দুজন করে রক্তদাতার শর্তে ফুটবল খেলায় নজির গড়েছিল। এবার ভাতৃদ্বীতিয়ায় ভাইবোনেদের রক্তদানে নজির গড়ল। মঙ্গলবার পূজা মন্ডপের মধ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। সহযোগিতায় দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার্স কাউন্সিল। এবং রক্ত সংগ্রহ করে দুর্গাপুর মহকুমা ব্লাড ব্যাঙ্ক। এদিন সকাল ১০ টা থেকে শিবির শুরু হয়। প্রায় ৪৮ জন রক্তদান করেন। কমবেশী বেশ কয়েকজন মহিলা ও তরুণী রক্তদানে অংশ নিয়েছিলেন। সাত ঘর এক উঠোন এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তাদের আত্মীয়-স্বজন ভাই বোন প্রায় তিন প্রজন্ম একসঙ্গে এই দিনটিতে স্বেচ্ছা রক্তদান উৎসবে মেতে ওঠে। যার মধ্যে নজির ছিল পূজা কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা যীশু গুরুং ও তার পরিবার। যীশু গুরুংয়ের মা, ভাই, বোন সহ ৭ জন নেগেটিভ গ্রুপের রক্তদান করেন। এছাড়াও আরও একটি সাহা পরিবারের ৫ জন রক্তদান করেন। দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার্স কাউন্সিলের পক্ষে সজল বোস জানান,' এরকম পরিবারদের রক্তদানে পাওয়া আমাদের সৌভাগ্য। এবং বিরল গ্রুপের রক্তদানে পরিবারটির কাছে কৃতজ্ঞ।' যদিও কমিটির উদ্যোক্তা তথা ওই পরিবারের সদস্য যীশু গুরুং জানান,' গত কয়েকবছর আমরা এধরনের রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে ভাতৃদ্বীতিয়া পালন করছি। ভাইফোঁটার দিন রক্তদান শিবিরটি করা হয়।'

পর্যটন মন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** পর্যটনমন্ত্রী জানান, বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা কর্মসূচিকে রাজ্যে সফল করে তুলতে রাজ্যস্তরে মুখ্যসচিব ও জেলাস্তরে জেলাশাসকদের চেয়ারম্যান করে কমিটি গড়া হয়েছে।

তাছাড়াও ৭ জন আইএএস অফিসারকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা কর্মসূচির মনিটরিংয়ের দায়িত্বে থাকবেন। তাছাড়া রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্যদেরও বিভিন্ন জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে আমাদের রাজ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের প্রতিটি অংশের মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২০ অভিযান সফল হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড় প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, আগামীকাল রাজ্য সরকারের উদ্যোগে জনজাতি গৌরব দিবস, বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এবং প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০-র এই তিনটি কর্মসূচির উদ্বোধন করা হবে। আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ৩ দিনব্যাপী জনজাতি গৌরব দিবস উদযাপন করা হবে। এ উপলক্ষে নানা কর্মসূচি যেমন, স্বসহায়ক দলের উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী, আলোচনাচক্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি আগামীকাল থেকেই বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ কর্মসূচি একই সঙ্গে চলবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব জানান, প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযান উপলক্ষে গ্রামস্তরে, ভিলেজ কমিটি স্তরে, ব্লক স্তরে এবং জেলাস্তরে শিবিরের আয়োজন করা হবে। এই শিবিরগুলিতে জনগণকে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের তাৎক্ষণিক সুবিধা প্রদান করা হবে। এছাড়া যে সমস্ত প্রকল্পের তাৎক্ষণিক সুবিধা প্রধান করা অসম্ভব হবে না তা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পর প্রদান করা হবে। প্রতি ঘরে সুশাসন ২০ অভিযান কিভাবে হচ্ছে তারজন্য প্রতিটি জেলা থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করা হবে। পরবর্তীতে এই রিপোর্টের মূল্যায়ন করা হবে এবং যারা ভালো কাজ করবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে।

প্রতি ঘরে সুশাসন ও বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রাকে সফল করার লক্ষ্যে রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্যদের বিভিন্ন জেলার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে পশ্চিম জেলার দায়িত্বে থাকবেন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জন্য অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, খোয়াই জেলার জন্য জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জন্য শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, গোমতী জেলার জন্য সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, সিপাহীজলা জেলার জন্য পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, ঊনকোটি জেলার জন্য ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় এবং ধলাই জেলার জন্য তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাসকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন দপ্তরের ৮ জন সচিবকে ৮টি জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্য সচিব ড: প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী।

মোদী

● **প্রথম পাতার পর** অগ্রগতিতে বৃহত্তর অংশগ্রহণের জন্য মধ্যপ্রদেশ বিজেপি আপনাদের সামনে একটি রেজোলিউশন লেটার দিয়েছে। এই রেজুলেশন লেটারে রয়েছে এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রো, রেল সংযোগ, এমপি আইআইটি। এই সব গ্যারান্টি পূরণ হবে, এটাই মোদীর গ্যারান্টি।' কংগ্রেসকে আক্রমণ করে মোদী বলেছেন, 'কংগ্রেসের কাছে আছে শুধুই বিরোধিতা, হতাশা এবং নেতিবাচকতা। কংগ্রেস স্বভাবতই তোষণ, গুন্ডামি, দাঙ্গা, দুর্নীতি ইত্যাদিকে উৎসাহিত করে।'

সংশোধনী

গত ১৪ই নম্বর ২ এর পাতায় শ্রী শ্রী 'গোবর্ধন পূজা' শিরোনামের আর্টিকেলটি ভুলবশত 'শ্রী শ্রী গোবর্দন পূজা' ছাপা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী।

খেলাধুলা

সচিনের ২০ বছরের পুরনো রেকর্ড ভাঙার সামনে কোহলি

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): আগামীকাল মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনাল, মুখোমুখি রোহিত শর্মার ভারত এবং কেন উইলিয়ামসনের নিউজিল্যান্ড। এই ম্যাচেই সচিন টেন্ডুলকারের ২০ বছরের পুরনো এক রেকর্ড ভাঙার সুযোগ রয়েছে বিরাট কোহলির সামনে। কি সেই রেকর্ড? ২০ বছর আগে অর্থাৎ ২০০৩ সালে সচিন টেন্ডুলকার ওডিআই বিশ্বকাপে ১১টি ম্যাচে ৬৭৩ রান করেছিলেন। যে রেকর্ডটি গত ২০ বছর ধরে অক্ষত রয়েছে। এবার বিরাট কোহলির সামনে এসেছে সেই রেকর্ড ভাঙার।

চলতি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের ৯টি ম্যাচে বিরাট কোহলি করেছেন ৫৯৪ রান। রয়েছে ২টি সেঞ্চুরি ও ৫টি হাফসেঞ্চুরি। বিরাট যদি আগামীকাল কেন উইলিয়ামসনের নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আর ৮০ রান করেন, তা হলেই তিনি সচিনের এক ওডিআই বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড ভেঙে ফেলবেন।

একদিনের বিশ্বকাপে এক মরসুমে সবচেয়ে বেশি রান করা ক্রিকেটাররা হলেন-

**সচিন টেন্ডুলকার — ৬৭৩ (২০০৩)

**ম্যাথু হেডেন --- ৬৫৯ (২০০৭)

**রোহিত শর্মা --- ৬৪৮ (২০১৯)

*বিরাট কোহলি --- ৫৯৪ (২০২৩)

এ ছাড়াও বিরাট কোহলির সামনে রয়েছে আগামীকাল সেঞ্চুরি করে সচিন টেন্ডুলকারকে ছাপিয়ে যাওয়ার। আগামীকাল দেখার সেই কীর্তি বিরাট গড়তে পারেন কিনা।

কোচ বিহার ট্রফি খেলতে দ্বীপজয়ের নেতৃত্বাধীন ত্রিপুরা দল এখন চন্ডীগড়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা এখন চন্ডিগড়ে। কোচবিহার ট্রফি ২০২৩-২৪ খেলার জন্য দ্বীপজয় দেবের নেতৃত্বাধীন ২২ সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা দল আজ, মঙ্গলবার বিমানে চন্ডিগড়ে পৌঁছেছে। আগামীকাল ও পরশু হালকা প্র্যাকটিস করে নেবে। ত্রিপুরা দলের প্রথম ম্যাচ ১৭ নভেম্বর। রাজ্য দলের ডেপুটি হিসেবে রয়েছে দেবাংশু দত্ত। শিবিরে ডাক পাওয়া ৪০ জন ক্রিকেটার থেকে সিলেকশন ট্রায়ালের মাধ্যমে অনূর্ধ-১৯ কোচবিহার ট্রফির জন্য ত্রিপুরা দল গঠন করা হয়েছে। ঘোষিত এই রাজ্য দল মূলতঃ প্রথম তিনটি ম্যাচের জন্য। ১৭ নভেম্বর থেকে আসর শুরু করবে ত্রিপুরা। চন্ডিগড়ে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ চন্ডিগড়। ম্যাচ শেষে রাজ্য দল নাগপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। ২৪ নভেম্বর দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ বিদর্ভ। ম্যাচটি হবে নাগপুরে। দ্বিতীয় ম্যাচের শেষে রাজ্য দল চলে যাবে গোয়াতে। ১ ডিসেম্বর ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ গোয়া, ম্যাচটি হবে সেনগুইমে, ৮ ডিসেম্বর থেকে প্রতিপক্ষ মুম্বাই এবং ১৫ ডিসেম্বর থেকে প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব। শেষ দুটি ম্যাচ ত্রিপুরা খেলবে আগরতলায়।রাজ্য দলের ক্রিকেটাররা হলো : দ্বীপজয় দেব (অধিনায়ক এবং উইকেট রক্ষক), দেবাংশু দত্ত (সহ অধিনায়ক এবং উইকেট রক্ষক) দীপঙ্কর ভাটনগর, প্রীতম দাস, শশীকান্ত বিন, অভিক পাল, প্রিয়াঙ মিত্র, সপ্তজিৎ দাস, আয়ুষ অনিল দেবনাথ, ধৃতিমান নন্দী, দেবজিৎ সাহা, শায়ন সাহা, সম্রাট বিশ্বাস, অর্কজিৎ রায়, রাকেশ রুদ্রপাল, বিশাল সিনহা, আজহারউদ্দিন আহম্মেদ, দ্বীপায়ন দাস, সুমিত যাদব, দেবতনু পাল, তন্ময় সরকার, আকাশ রায়। দলের সঙ্গে সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে রয়েছে কোচ: ডি ভিনসেন্ট বিনয় কুমার, সহকারি কোচ: জয়ন্ত দেবনাথ, অনুপম দে, ট্রেণার উত্তম দে, ফিজিও রাজেশ কুমার মোদক এবং ভিডিও অ্যানালাইসিস্ট শুভেন্দু ভট্টাচার্য, ম্যানেজার কাম অবজারভার জয়দেব সাহা, লজিস্টিক ম্যানেজার নারায়ণ শীল।

পারমিতার নেতৃত্বে ত্রিপুরার অনূর্ধ-১৫ গার্লস ক্রিকেটাররা এখন ছত্তিশগড়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। ত্রিপুরার অনূর্ধ-১৫ গার্লস ক্রিকেটাররা এখন ছত্তিশগড়ে।

বিসিসিআই আয়োজিত মেয়েদের অনূর্ধ ১৫ এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য। আজ, মঙ্গলবার রাজ্য দল বিমানে ছত্তিশগড়ে পৌঁছেছে। জাতীয় আসরে সবচেয়ে ক্ষুদে ক্রিকেটারদের টুর্নামেন্ট। অনূর্ধ ১৫ জাতীয় গার্লস ক্রিকেট। পারমিতার নেতৃত্বাধীন ২০ সদস্যের রাজ্য দলের অনেকেই প্রথমবারের মতো জাতীয় আসরে অংশ নিতে গেছে। দলের সঙ্গে ডেপুটি হিসেবে রয়েছে সায়ন্তিকা নমঃ দাস।

শিবিরে ডাক পাওয়া ২৬ জন ক্রিকেটার থেকে সিলেকশন ট্রায়ালের মাধ্যমে অনূর্ধ-১৫ জাতীয় গার্লস ক্রিকেটের জন্য ত্রিপুরা দল সম্প্রতি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই রাজ্য দল মূলতঃ টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগের পুরো পাঁচটি ম্যাচ-ই খেলবে। ১৭ নভেম্বর থেকে আসর শুরু করবে ত্রিপুরা।

ছত্তিশগড়ের ভিলাইতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ মধ্যপ্রদেশ। ১৯ নভেম্বর দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সৌরাষ্ট্র। তৃতীয় ম্যাচ ২১ নভেম্বর উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে। চতুর্থ ম্যাচ কেরালার বিরুদ্ধে ২৩ নভেম্বর। গ্রুপ লীগের পঞ্চম তথা অন্তিম ম্যাচ ২৫ নভেম্বর হরিয়ানার বিরুদ্ধে।

রাজ্য দলের ক্রিকেটাররা হলো : পারমিতা চক্রবর্তী (অধিনায়ক) সায়ন্তিকা নমঃ দাস (সহ অধিনায়ক ও উইকেট রক্ষক) পূর্ণিমা দেবনাথ, মিষ্টু মালাকার, মধুমিতা সরকার, দীপা নমঃ দাস, অমৃতা দাস, দীপিকা পাল, অসীমা সরকার, অঙ্কিতা তাঁতি উড়িয়া, রুমা সরকার (উইকেট রক্ষক), নন্দিতা দাস, রিয়া সরকার, রেবিকা নোয়াতিয়া, ইন্দ্রা বড়ুয়া, পল্লবী মাগর, পায়েল ত্রিপুরা, সুস্মিতা তেলী, দিয়া দাস, চন্দ্রা দেব। সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে রয়েছে সৌমিত্র গোপ ম্যানেজার কাম অবজারভার, সুমন দেবনাথ লজিস্টিক ম্যানেজার, নারায়ণ চন্দ্র দেব কোচ, অনুপ কুমার দাস কোচ, হিরালী দেববর্মা ফিজিও, অচিন্ত্য চক্রবর্তী ট্রেনার।

মহিলা সিনিয়র এক দিবসীয় ক্রিকেটের জন্য আগামীকাল থেকে শিবিরে ২০ জন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে সিনিয়র মহিলাদের শিবির পুনরায় শুরু হচ্ছে। এবার বিসিসিআই আয়োজিত একদিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জন্য। শিবিরে ফের ২০ জনকে ডাকা হয়েছে। খেলোয়াড়রা রিপোর্ট করবে ১৬ নভেম্বর বিকেল চারটায়। বিসিসিআই আয়োজিত আসন্ন জাতীয় মহিলা একদিনের সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২০-২৪ এর জন্য ত্রিপুরা দলের প্রস্তুতি চলবে। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর চূড়ান্ত রাজ্য দল গঠন করা হবে। এই ফিটনেস ক্যাম্পের জন্য ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ইনচার্জ জয়ন্ত দে এক প্রেস বিবৃতিতে ২০ সদস্য বিশিষ্ট সম্ভাব্য রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেছেন। সিনিয়র মহিলা বিভাগে সম্ভাব্য রাজ্য দলটি হল: অন্নপূর্ণা দাস, মৌচৈতি দেবনাথ, প্রিয়াঙ্কা আচার্য, রিজু সাহা, নিকিতা দেবনাথ, মামন রবিদাস, মৌটুসী দে, সুইটি সিনহা, ইন্দ্র রানী জমাতিয়া, শিউলি চক্রবর্তী, অম্বিকা দেবনাথ, অন্বেষা দাস, হেনা হটচান্দিনী, রেশমা নায়েক, সুরভী রায়, সুপ্রিয়া দাস, পূজা দাস, সুলক্ষণা রায়, রুম্পা সিং ও ঝুমকি দেবনাথ। সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে রয়েছেন চীফ কোচ সন্দীপ দাহাদ, কোচ রুমা দাস, স্ট্রেন্থ এন্ড কন্ডিশনিং কোচ হর্ষিতা কৃষ্ণমূর্তি, ট্রেনার সুখেন্দু দে, ফিজিও পাপিয়া দেবনাথ। বাছাইকৃত প্রত্যেককে আগামী ১৬ নভেম্বর বিকেল চারটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

আগরতলায় এশিয়ান টেনিস টুর্নামেন্ট জমজমাট পর্যায়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। আগরতলায় আয়োজিত এশিয়ান টেনিস টুর্নামেন্ট এখন জমজমাট পর্যায়ে। স্টেট টেনিস কমপ্লেক্স, মালঞ্চা নিবাস ও টেনিস সেন্টার, দশরথ স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এই দ্বিতীয় এশিয়ান অনূর্ধ ১৬ র‍্যাঙ্কিং টেনিস টুর্নামেন্ট-২০২৩ এ প্রথম বাছাই করা তৃতীয় বাছাই জোশিতা সান্থানকৃষ্ণান অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে গেছে। অর্ণবী দেবনাথ, অনূর্ধ ১৬ গার্লস সিঙ্গেলস অবাছাই খেলোয়ার হলেও প্রথম সেটে তৃতীয় বাছাই সন্থানাকৃষ্ণানের বিরুদ্ধে সেটটি জিতে নেন ৬-১ ব্যবধানে। দ্বিতীয় সেটে, এটি আরও অভিজ্ঞ সান্থাকৃষ্ণন ছিলেন যিনি ৩-০ এর প্রথম লিড নিয়েছিলেন, যেখান থেকে দেবনাথ আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে এসে ম্যাচটি ৬-৬-এ টাই ব্রেকারে প্রসারিত করেছিলেন। এখানে দেবনাথই কিছুটা ভাগ্যবান ছিলেন কারণ সে ৭-৫-এ ব্রেকার জিতেছিলেন। সেমিফাইনালে শীর্ষ বাছাই আকৃতি নারায়ণ সোনকুসারের মুখোমুখি হবে অর্ণবী দেবনাথ।

বালকদের একক অনূর্ধ ১৬ ড্রয়ে, চার শীর্ষ বাছাই কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে, নিশীথ আরিমিলি, রৌনক কাশ্যপ, তেজস রবি এবং মোঃ আদিল। স্থানীয় ছেলে তথা ত্রিপুরার টুইজিলাং দেববর্মাও শুভম পান্ডে কিশুকে ৬-১ ও ৬-১ সেটে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে শীর্ষ বাছাই নিশিত আরিমিলির সঙ্গে দেখা হবে তুইজিলাং দেববর্মার। আগামীকাল সকাল ৯টা থেকে উভয় ভেন্যুতে ম্যাচ শুরু হবে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ১১ নভেম্বর থেকে কোয়ালিফায়িং রাউন্ডের প্রতিযোগিতা শুরু হলেও এশিয়ান ১৬ আন্ডার রেংকিং টেনিস টুর্নামেন্টের মূল আসর শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

বিশালগড়ে নরেশ স্মৃতি প্রাইজমানি ক্রিকেটের সেমিফাইনালে কোনাবন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। সেমিফাইনালে কোনাবন প্লে সেন্টার। পরাজিত করলো সিপাহীজলা প্লে সেন্টারকে। সিপাহীজলা প্লে সেন্টারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'নরেশ চন্দ্র দাস' স্মৃতি প্রাইজমানি অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। সিপাহীজলা স্কুল মাঠে মঙ্গলবার হয় ম্যাচটি। তাতে কোনাবন প্লে সেন্টার ৭ উইকেটে পরাজিত করে সিপাহীজলা প্লে সেন্টারকে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে কোনাবন প্লে সেন্টারের বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ে মাত্র ৬৬ রানে গুটিয়ে যায় সিপাহীজলা প্লে সেন্টার। দলের কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি।

কোনাবন প্লে সেন্টারের পক্ষে অজিৎ দাস, উদয় নম এবং দীপাঞ্জন ৩ টি করে উইকেট দখল করে।

জবাবে খেলতে নেমে কোনাবন প্লে সেন্টার ১৪ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে প্রদ্যুৎ সরকার ২৫ রান করে। বিজয়ী দলের অজিৎ দাস ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছে। ১৮ নভেম্বর হবে আসরের প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ।

মহিলা অনূর্ধ ২৩ ক্রিকেট : প্রস্তুতি শিবিরে ১৮ জনকে ডাকা হলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। অনূর্ধ ২৩ মহিলা বাছাইকৃত ক্রিকেটারদের নাম ফের ঘোষণা করা হয়েছে। বিসিসিআই সিজন ২০২৩-২৪ এ অনুষ্ঠিতব্য টুর্নামেন্টের জন্য ত্রিপুরা দলের হয়ে খেলতে অনূর্ধ ২৩ সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের প্রিপারেটরি ক্যাম্প তথা প্রস্তুতি শিবিরের জন্য ১৮ জনকে ডাকা হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ইনচার্জ জয়ন্ত দে এক প্রেস বিবৃতিতে সম্ভাব্য রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেছেন। অনূর্ধ ২৩ মহিলা বিভাগে সম্ভাব্য রাজ্য দলটি হল: অন্বেষা দাস, অনামিকা দাস, মমিতা দেব, প্রিয়াঙ্কা সাহা, প্রিয়া সূত্রধর, অন্তরা দাস, মেঘা সরকার, পায়েল নম:, রূপালী দাস, রিফু দেববর্মা, নিবেদিতা দাস, নিকিতা সরকার, প্রিয়া ত্রিপুরা, পূজা পাল, পূজা দাস, জুয়েল ভাওয়েল, সেবিকা দাস, কৃত্তিকা কর্মকার। সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে রয়েছেন লোকেল ম্যানেজার অনামিকা দেবনাথ, চীফ কোচ সন্দীপ দাহাদ, কোচ দেবব্রত চৌধুরী, ফিজিও পাপিয়া দেবনাথ, ট্রেইনার অজিতাভ নাথ। বাছাইকৃত প্রত্যেককে আগামী ১৮ নভেম্বর, বিকেল ৪ টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

মহিলা অনূর্ধ ২৩ ক্রিকেট : প্রস্তুতি শিবিরে ১৮ জনকে ডাকা হলো

জাতীয় সাব-জুনিয়র দাবার জন্য সিলেকশন ট্রায়াল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। আগামী ২৭ ডিসেম্বর থেকে মহারাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় সাব জুনিয়র অনূর্ধ ১৫ দাবা প্রতিযোগিতা। এই উপলক্ষে আগামী ২৫ ও ২৬ নভেম্বর রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে এক নির্বাচনী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই প্রতিযোগিতা থেকেই জাতীয় দলের দাবারুদের নির্বাচন করা হবে।

এনএসআরসিসি-র চেস হল-এ দুই দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবারুদের ৫০০ টাকা এন্ট্রি ফি সহ নাম জমা দেওয়ার জন্য রাজ্য দাবা সংস্থার অফিস গৃহে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। নাম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৪ নভেম্বর।

জেলার খেলোয়ারদের এনএসআরসিসি-তে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। অল ত্রিপুরা চেস অ্যাসোসিয়েশনের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি অভিজিৎ ঘোষ এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref:- G.B. TOP G.D. Entry Mo-05 dated - 11/11/2023

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত মৃত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ, বয়স আনুমানিক ৬০ বছর, উচ্চতা - ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, গায়ের সঙ-শ্যামলা, মুখমণ্ডল - গোলাকার । গত ০১/১১/২০২৩ ইং তারিখ ০৪টা ০৯ মিনিটে আহত অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং চিকিৎসা চলাকালীন গত ১১/১১/২০২৩ ইং সকাল ০৪টা ৪৫ মিনিটে মারা যায়। বর্তমানে মৃতদেহ আগরতলা জিবিপি হাসপাতাল মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরণ করার জন্য। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজন মৃতদেহের দাবি করেনি।উপরে উল্লেখিত অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে বা আত্মীয়স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)- ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬

২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০

৩) জিবি টিওপি ঃ- ০৩৮১-২৩৫৫০৯৫

ICA-D-1269/23

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

EDUCATIONAL NOTIFICATION

An offline TBJEE counseling for distribution of two (02) seats of B.Sc Nursing course for the academic session 2023-24, will be held on 17/11/2023 at Directorate of Medical Education, Dr. P.B Das Memorial building, Bidurkarta Chowmuhani, Agartala, Tripura, from 11-AM to 2 PM.

All the eligible aspirant registered candidates of TBJEE, PCB group are hereby requested to attend the offline counselling mentioned above with original relevant

Sl. No.	Name of the Course	Name of the Institutions where different seat are available	Total nos. of seats	Category		
				UR	ST	SC
1	B. Sc Nursing	College of Nursing, RIMS, Imphal, Manipur	01 (One)	01	Nil	Nil
2		Agartala Government Nursing College, Agartala, West Tripura.	01 (One)	Nil	01	Nil

[Prof. (Dr.)H.P. Sarma]
In Charge, Director of Medical Education.
Government Of Tripura

ICA/D-1265/23

Request for Proposal (RFP) for Project Management Consultancy (PMC) Services

Dirvetsr(Procurement), ELEMENT Project Agartala, Tripura has vide F.No.16(161)/For- Dev/CC/2022-23 dated 29/09/2023 invited online technical and financial proposals from eligible Agencies for providing Project Management Consultancy (PMC) Services to ELEMENT Project Tripura under State Forest Development Agency (SFDA),Forest Department,Tripura. Interested Agencies may download the complete RFP document from the website http://www.tripuratenders.gov.in.. The eligible bidders may submit their bids online at e-tendering portal i.e. http://www.tripuratenders.gov.in.Offline bids shall not be accepted. The last date for submitting the online bids is 08" December 2023 up to 16:00 Hours. Contact details: Mr Nilratan Biswas, ACF (Procurement) ELEMENT Project,O/o,PCCF & HoFF Agartala,Tripura.E-mail: elementtripuraforest@gmail.comPhone: 9612263572.

ICA/C-3126/23

Director (Procurement)
ELEMENT Project, Tripura

No.F.3(8)-SF(KGT)/TENDER/LPC/2023-24/ J @o Dated, Kumarghat the @%/72d./ 2023
PRESS NOTICE INVITING e- TENDER (PNIT)

On behalf of the Hon'ble governor of Tripura, e-tender (NIT) for following item are invited from Manufacturer/ Authorized suppliers and distributors by the undersigned for supply of Quick lime as per details given below for distribution under different Pisciculture schemes at different Blocks and Municipal area under Kumarghat Sub- Division.

NIT No.	Item for which e-tender is invited	Estimated Quantity	Estimated Tender Value	Necessary Dates & Time
No.F.3(8)-SF(KGT)/ TENDER/ LPC/ 2023-24/ ..... /779	Quick Lime	10.9 MT	Rs. 1.64 lakh	Bidding Document can be downloaded from 14/11/2023 at 15:00 hrs. Last Date of Online submission of e- tender: Up to 24/11/2023 till 17:00 hrs. Time as per clock time of e- procurement website https:tripuratenders.gov.in

All the future modifications/ corrigendum shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

ICA/C-3120/23

P 0 (B. K. CHAKMA)
SUPDT. OF FISHERIES
KUMARGHAT SUB-DIVISION

PNIT NO: 23/ePNIT/E IV/AMP/G/2023-24, Dated-08/11/2023

The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur, Gomati District, Tripura invites e-Tender from eligible bidders upto 3.00 PM of 20/11/2023 for 1(One) no. Materials Procurement Tender. For details visit website- https://triouratenders.gov.in or contact through e-mail:-eerdamarpurdivision@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-3114/23

RD Amarpur Division
Executive Engineer
RD Amarpur Division

Memo No. :- 6(7)-TENDER/EE/RD/DIV/AMP/G/2023-24/1167 Dated- 08/11/2023

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rat two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAARCAMES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00P.M. on 28/11/2023 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 3(three) unit Additional Classroom under Pre-Primary at Sishu Bihar HS School, AMC, West Tripura District during 2022-23 under SamagraShiksha DRAFT NIT NO- 40/SE/DSE/ENGG.CELL/2023-24	Rs. 47,37,390.00	Rs. 94748.00	8(Eight) months	Up to15.00 hrs on 28/11/2023	At 29/11/2023 on 11.00 hrs.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotioation will be conducted with the lowest bidder.

ICA/C-3108/23

Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

জনতার হাতে আটক চার বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ এখন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবারও অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের সময় জনতার হাতে আটক চার বাংলাদেশী নাগরিক। সানীয় জনগণ তাঁদেরকে বিএসএফের হাতে তুলে দিয়েছেন। পর্বতী সময়ে বিএসএফ ধৃতদের মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।

জানা গেছে, গতকাল রাত আড়াইটা নাগাদ কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের কোনাবন এলাকার সানীয় মানুষ সন্দেহভাজন চারজন ব্যক্তিকে আটক করে। তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে ত্রিপুরায় অবৈধভাবে প্রবেশের বিষয়টি তাঁরা স্বীকার করেন। সাথে সাথে বিএসএফের হাতের তাঁদেরকে তুলে দিয়েছেন এলাকাবাসী। পর্বতী সময়ে বিএসএফ ধৃতদের মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের বাড়িই বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলায়। তাঁরা কাজ খুঁজতে অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিলেন। ধৃতরা হলেন, শরিফ হোসেন, জসীমউদ্দিন, হাবিবুর হোসেন এবং মকবুল হোসেন।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ নভেম্বর।। আবারও পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল পলাশ দাশ (৩৬) এক যুবকের,ঘটনা বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারা অফিসটিলা বাজার সংলগ্ন এলাকায়,প্রচন্ড গতিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি রাস্তার বাইরে গিয়ে উল্টে গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে, জানা যায় পলাশ দাশ পেশায় একজন টাইলস ব্যবসায়ী বাড়ি বাইখোরা এলাকায় নিজের টি আর ০৮ ডি ০৭০০ বহুমূল্যের দামি গাড়ি নিয়ে দুই বন্ধু প্রদীপ চৌধুরী (বিলোনিয়া), পার্থ পাটারি (শান্তিরবাজার) তাঁদের কে সঙ্গে নিয়ে উদয়পুর থেকে বিলোনিয়া আসছিল,নিজেই গাড়ি চালিয়ে , হঠাৎই আজ বিকাল পাঁচটায় চিত্তামারা অফিসটিলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় ঘটে এই দুর্ঘটনা, খবর পেয়ে বিলোনিয়া থেকে দমকল কর্মীরা দ্রুত ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পলাশ দাশকে মৃত বলে ঘোষণা করে, এই ঘটনায় এলাকাসহ হাসপাতাল চত্বরে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ১৩৪ তম জন্মদিন উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। বিশ্বের শান্তি ও সম্প্রীতির অগ্রদূত ছিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। পাশাপাশি শিশুদের অনুপ্রেরণার উৎসও ছিলেন তিনি। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ গঠনের কাজে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজকের মত তাৎপর্য দিনেকে ভারত সরকার ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। আজ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর ১৩৪ তম জন্মদিনে একথা বলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত পন্ডিত জহরলাল নেহেরুর ১৩৪ তম জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন প্রথমে জাতীয় পতাকা দলীয় পতাকা উত্তোলন সহ পন্ডিত জহরলাল নেহেরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করলেন কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনসহ অন্যান্য নেতারা। তারপর কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য রেলি অনুষ্ঠিত হয়ে গান্ধীঘাট শহীদবিতে মাল্যদান করলেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, আজ দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত পন্ডিত জহরলাল নেহেরুর ১৩৪ তম জন্মদিন। বিশ্ব শান্তির পক্ষে তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপ আজও বিশ্ববাসী স্মরণে রেখেছেন। বিশ্বের শান্তি ও সম্প্রীতির অগ্রদূত ছিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। পাশাপাশি শিশু ও যুবকদের অনুপ্রেরণার উৎসও ছিলেন তিনি।

রাজ্যে ২০টি বিদ্যালয়ে ককবরক ভাষা চালুর অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। রাজ্যের নতুন করে ২০টি বিদ্যালয়ে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ককবরক ভাষাকে একটি বিষয় হিসেবে চালু করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বিদ্যালয় ।এরমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহীজলা, খোয়াই ও গোমতী জেলায় ৩টি করে বিদ্যালয় এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা, ঊনকোটি, উত্তর ত্রিপুরা ও ধলাই জেলায় ২টি করে বিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এই নতুন ২০টি বিদ্যালয়ে আগামী ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে ককবরক ভাষা একটি বিষয় হিসেবে পড়ানো হবে। ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তরের অধিকর্তা দশরথ দেববর্মা এক বিবৃতিতে এই কথা জানিয়েছেন।

রাজ্যভিত্তিক শিশু দিবস উদযাপন খোয়াইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। শিশুরাই আগামীদিনে দেশের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুদের সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি শিশুরই শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আজ খোয়াইয়ের নতুন টাউনহলে রাজ্যভিত্তিক শিশু দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধানসভার সরকারি মুখ্যসচেতক বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায় একথা বলেন। তিনি বলেন, শিশুদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে আমাদের সবার এগিয়ে আসতে হবে। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দের দেববর্মা বলেন, শিশুদেরকে আগামীদিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, শিশুদের সার্বিক বিকাশে শিক্ষক অভিভাবকদের আরও দায়িত্ববান হতে হবে। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা নৃপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা বলেন, শিশুদের প্রতি সমাজের দায়িত্ববোধ স্মরণ করে দিতেই প্রতি বছর শিশু দিবসের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্যভিত্তিক শিশু দিবস উদযাপন কমিটির কনভেনার রতন দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, খোয়াই পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশিস নাথ শর্মা, খোয়াই জিলা পরিষদের কর্মবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুব্রত মজুমদার, অতিরিক্ত জেলাশাসক কেশব কর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক দীনেশ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায় সফল করতে অনুষ্ঠিত সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। প্রতি ঘরে সুশাসন২.০ সফল করতে উদ্যোগ গ্রহন করেছে রাজ্য সরকার। আজ মঙ্গলবার জিরানীয়া মহকুমা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে এই বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তি রঞ্জন চাকমার সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত সভায় এদিন উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা, জিরানীয়া ব্লকের বিডিও সমিত কুমার দাস, বেলবাড়ি ব্লকের বিডিও স্বদেশ দেববর্মা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

সভার শুরুতে অতিরিক্ত মহকুমা শাসক প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে মহকুমার বেলবাড়ি, জিরানীয়া, পুরাতন আগরতলা, মান্দাই ব্লক এবং জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েত ও রাণীরবাজার পুর পরিষদ এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ড ও নগর পঞ্চায়েত এলাকায় এই অভিযান বা শিবির আয়োজন করা হবে। এই শিবিরগুলিতে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের কাছে সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

দেবদারু ফাঁড়ী থানার উদ্যোগে প্রয়াস অনুষ্ঠান

নেশা বিরোধী অভিযান ও দেবদারু এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রতিনিয়ত কাজকরেযাচ্ছ দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং। মঙ্গলবার বকুল রিয়াং এর উদ্দ্যোগে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ও সাইবার ক্রাইম নিয়ে দেবদারু হাইস্কুলে প্রয়াস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠীত করাহয়। আজকের এই প্রয়াস অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে কিভাবে সকলে সচেতন হয়ে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করাযায় ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করাযায় তানিয়ে আলোচনা করাহয়। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকজন সাইবার ক্রাইমের স্বীকার হচ্ছে। কিভাবে এই সাইবার ক্রাইমের প্রতারনাথেকে লোকজনেরা সুরক্ষিত থাকতে পারে তানিয়ে আজকের আলোচনাসভায় আলোচনা করলেন দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং। আজকের দিনে প্রয়াস অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ওসি বকুল রিয়াং এর তৎপরতায় নিখোঁজ একটি মেয়েকে খুঁজে বের করে সমস্ত আইনি পক্রিয়া সেরে পরিবারের লোকজনের হাতে তুলেদেওয়া হয়।

রাজ্যপালের হাত ধরে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা আমবাসায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বুধবার সকালে আমবাসায় বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা কর্মসূচিতে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবা সমূহের তথ্য সমৃদ্ধ ভ্রাম্যমান প্রচার বাহনের সূচনা করবেন। এই ভ্রাম্যমান প্রচার বাহন কুলাই আর এফ ও রাইপাশা ভিসির বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করবে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ধলাই জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল একথা জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার পাশাপাশি এদিন ধলাই জেলাভিত্তিক জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২০ অভিযানেরও সূচনা হবে।

কছারিহাটে সড়ক দুর্ঘটনা হতাহত দুই

গোলাঘাট (অসম), ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : গোলাঘাটের কছারিহাট কলেজ সংলগ্ন তরফাট রোডে আজ মঙ্গলবার ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে জনৈক ব্যক্তির। একই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। জানা গেছে, গোলাঘাটের দিক থেকে কছারিহাটের দিকে আগত দ্রুতগামী একটি ড্রাম্পার যুগলজ্যোতি গগৈ নামের এক স্কুল ছাত্রকে ধাক্কা দিয়ে আহত করে। ছাত্রকে ধাক্কা দিয়ে ডাম্পারটি আরও এক ব্যক্তিকে গিয়ে ধাক্কা মারে। প্রচণ্ড ধাক্কায় ব্যক্তিটি রাস্তায় ছিটকে পড়ে রক্ত ঝরিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। নিহত ব্যক্তিকে মথুরাপুরের বাসিন্দা দিনমজুর বুপাইটো কর্মকার বলে শনাক্ত করা হয়েছে।দুটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। তাঁরা উভয়কে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান গোলাঘাট কুশল কোঁওর অসামরিক হাসপাতালে। হাসপাতালে বুপাইটো কর্মকারকে মৃত বলে ঘোষণা করে যুগলজ্যোতি গগৈকে চিকিৎসার জন্য ভরতি করেছেন কর্তব্যরত ডাক্তার।

শিশুকন্যার রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

দুর্গাপুর, ১৪ নভেম্বর (হি. স.) বাড়ির চারপাশে পড়ে কাড়ি কাড়ি নোট। গৃহস্থের বাড়িতে চুরি! মা''য়ের কাছে শুয়ে থাকা শিশুকণ্যা রহস্যজনকভাবে উধাও। কুঁয়োয় উদ্ধার হল নিখোঁজ শিশুর মৃতদেহ। সোমবার রাত্রে ঘটনাকে ঘিরে বিস্তর চাঞ্চল্য যেমন ছড়িয়েছে। তেমনই রহস্যের দাঁনা বেঁধেছে পান্ডবেশ্বরপর কোন্দা গ্রামে। ডগ স্কোয়াড নিয়ে তদন্ত শুরু করল কমিশনারেট পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতা শিশুকণ্যার নাম বর্ষা গোস্বামী (৬), তার বাবা বাপি গোস্বামী পেশায় ডাক বিভাগের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের এজেন্ট। তাদের বাড়ী পান্ডবেশ্বরের বৈদ্যনাথপুর পঞ্চায়েতের কোন্দা গ্রামের উপর পাড়ায়। সোমবার রাত্রে পার্শবর্তী বালিজুড়ি গ্রামে ভাই, ভাতৃবধু ও ভাগ্নেকে নিয়ে বিসর্জন দেখতে গিয়েছিলেন বাপি গোস্বামী। তিনি জানান,' রাত ১০ টা নাগাদ কালী প্রতিমার বিসর্জন দেখতে বালিজুরি গ্রামে গিয়েছিলাম। বাড়িতে স্ত্রী ৬ বছরের মেয়ে বর্ষা ছাড়াও সেই সময় বাড়িতে ছিলেন বৃদ্ধ বাবা-মা। বিসর্জন দেখে বাড়ি ফেরার পথে খবর পাই বাড়িতে চুরি হয়েছে। মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ি ফিরে দেখি আলমারি খোলা,বাড়ির জিনিসপত্র সব ছড়ানো ছিটানো, আলমারিতে রাখা গ্রাহকদের পোস্ট অফিসের পাশ বই, টাকা পয়সা লোপাট।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পাড়া প্রতিবেশীরা। মেয়েকে খোঁজাখুজি করতে বাড়ির আশপাশে নজরে পড়ে ডাকঘরের পাশবই, ছড়িয়ে ছিটিয়ে নগদ টাকা। তারপরই নজরে পড়ে বাড়ীর কুঁয়োতে শিশুকণ্যার মৃতদেহ ভাসছে। ততক্ষনে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পান্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। ও দমকল কর্মীরা। কুঁয়ো থেকে উদ্ধার করা হয় মৃতদেহ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ ময়নাতদন্ত প্রথমিকভাবে জানতে পেরেছে জলে ডুবে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে।যদিও পরিবারের দাবি, দুস্কৃতীরা পরিকল্পনা করে চুরি করতে ঢুকেছিল। আলমারি খুলতেই শিশুকন্যা টের পেয়ে উঠে যায়। হয়তো প্রমান লোপাট করতেই তাকে খুন করে কুঁয়োয় ফেলে চম্পট দিয়েছে দুস্কৃতীরা।

বক্সনগরে তিনদিনব্যাপী সপ্তম বাৎসরিক রাস উৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৪ নভেম্বর।। সনাতন ধর্মের অন্যান্য উৎসবে ন্যায় আরেকটি উৎসব হল রাস উৎসব। সোনামুড়া মহাকুমার মধ্যে বক্সনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত কলসি মুড়া গাঁও পঞ্চায়েতের অধীনেশ্রী শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দ সেবা ধাম আশ্রমটি অবস্থিত। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও রাধা গোবিন্দ সেবা ধাম কমিটির উদ্যোগে কলসী মোরাস্থিত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সপ্তম বার্ষিক রাস উৎসব ।আগামী ৭ ই অগ্রহায়ণ হইতে ৯ ই অগ্রায়ন ১৪৩০ বাংলা , ইংরেজি ২৪ শে নভেম্বর হইতে ২৬ শে নভেম্বর পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী রাস উৎসবের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সুদূর কলকাতা থেকে আগত তত্ত সম্রাট গৌরাঙ্গ সুন্দর চক্রবর্তী। শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ সেবা ধাম মন্দির এর পুরোহিত শ্রী তপন চক্রবর্তী বলেন এই তিন দিনব্যাপী সনাতনী ধর্মের রীতিনীতি মেনে রাস উৎসব পালন করা হয় ।রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে ভক্ত বৃন্দদের মনে আনন্দ উল্লাস শুরু হয়ে গেছে। উৎসবকে ঘিরে চতুর্দিকে সাজে সাজে রব বিশাল মেলা ও আয়োজন করা হয়ে থাকে। উক্ত মেলায় সমস্ত ধরনের দোকানিরা তাদের পসরা সাজিয়ে বসে। রাস উৎসব কমিটির সভাপতি তথা ভুবন সরকার আমাদের জানিয়েছেন এখানের প্রসব প্রচুর ভক্তদের সমাগম ঘটে শৃঙ্খলা মেনে উৎসব অনুষ্ঠান করা হয়। জাতি উপজাতি ধর্ম বর্ণ সকল অংশের মানুষে রা উৎসবে অংশগ্রহণ করে, এবং ধান চাল কালেকশন ও বিভিন্ন অনুদানের মাধ্যমে উৎসবটি দীর্ঘ ৭ বছর চলে আসছে। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের সনাতনী ভক্তবৃন্দ রাস উৎসবে উপস্থিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। সকল ধর্মপ্রাণ ভক্তবৃন্দের জন্য উৎসবের শেষের দিন বিকাল ৩টা থেকে প্রসাদ বিতরণ করা হবে, সবার প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ রইল।

দূষণের জেরে জয়পুরেই থাকবেন সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) :দূষণে জেরবার দিল্লি। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী এখন থেকে জয়পুরেই থাকবেন সোনিয়া গান্ধী।কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে চিকিৎসকরা অস্থায়ীভাবে পরিষ্কার বাতাসের জন্য দিল্লির বাইরে কোথাও চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এই কারণে দিল্লির দূষণ পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে দিল্লি থেকে জয়পুরে যেতে হবে। সোনিয়া গান্ধী বর্তমানে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছেন। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকরা তাঁকে এমন জায়গায় যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন যেখানে বাতাস পরিষ্কার রয়েছে। মঙ্গলবার দিল্লিতে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স রয়েছে ৩৭৫, যেটা খুবই গুরুতর বলে বিবেচিত।

আপনজন ক্লাবের সেবামূলক কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মনুঘাট, ১৪ নভেম্বর।। শ্যামামায়ের আরাধনার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজের জন্য চির পরিচিত লংতরাইভ্যালী মহকুমার মনুঘাট আপনজন ক্লাব।এবারও ব্যতিক্রম হয়নি মহকুমার প্রাচীন এই ক্লাবের কর্মসূচি। এবার গরীব দুঃস্থ পরিবারদের পাশে দাঁড়িয়েছে এই ক্লাবের সদস্যরা। ইতিমধ্যেই প্রায় শীতের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই কথা মাথায় রেখে গরীব দুঃস্থ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে শীতের কম্বল। এদিনের এই কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মনু-ছৈলেংটা কেন্দ্রের এমডিসি সঞ্জয় দাস, সমাজসেবী ব্রজলাল ত্রিপুরা সহ একাধিক এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। ক্লাব কর্মকর্তা তপন মজুমদার জানিয়েছেন, মহকুমার পুরানো ক্লাবগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে আপনজন ক্লাব। প্রতিবছরই তারা বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি হাতে নেন। একবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দুদিন ধরে প্রসাদ বিতরণের পাশাপাশি চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

কল্যাণপুর ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়েও পালিত নেহেরুর জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৪ নভেম্বর।। রাজ্যের অন্যান্য স্থানের ন্যায় আজ মঙ্গলবার কল্যাণপুর ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়েও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহেরুর ১৩৪ তম জন্মজয়ন্তী। এদিন জহরলাল নেহেরুর প্রতিকৃতিতে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন কংগ্রেস নেতা কার্তিক দেবনাথ সহ অন্যান্য দলীয় কর্মীরা। জনাকীর্ণ অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে কংগ্রেস নেতা কার্তিক দেবনাথ বলেন, পন্ডিত জহরলাল নেহেরু ভারতবর্ষকে প্রকৃত অর্থে উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করেছিলেন। ১৯১২ সালে দেশে ফিরেই তিনি সরাসরি রাজনীতির সংস্পর্শে চলে আসেন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই বিদেশী ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। ভারতে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। ১৯২০-২২-এর অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে তিনি দু'বার কারাবরণ করেন। আগামী দিনে পন্ডিতজির আদর্শকে পাথেয় করে পথ চলার জন্য প্রত্যেকের প্রতি আবেদন রাখেন। কল্যানপুর এলাকার বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এদিনটি বিশেষভাবে পালন করা হয়েছে।

কল্যাণপুর ব্লক ও থানার যৌথ উদ্যোগে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৪ নভেম্বর।। সোমবার রাতে কল্যাণপুর থানার ব্যবস্থাপনায় এবং কল্যাণপুর ব্লকের উদ্যোগে কল্যাণপুর থানা প্রাঙ্গনে কল্যাণপুর আর.ডি. ব্লক এর উদ্যোগে আয়োজিত হয় শারদ সম্মান ২০২৩ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধান সভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়ার বিধায়ীকা কল্যানী সাহা রায় ,কল্যাণপুর আর ডি ব্লকের বিডিও হিমেন্দু বিকাশ পাল, কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জীবন দেবনাথ কল্যাণপুর থানার ওসি তাপস মালাকার সহ অন্যান্য অতিথিবর্গ। শারদীয় দুর্গাপুজোয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, ভিড় ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি রাজ্য দুর্যোগে ব্যবস্থাপনা কাজে অসম্মান্য কর্মদক্ষতার জন্য কল্যাণপুর স্কাউটস এবং গাইডসের সদস্য দের সংবর্ধিত করা হয়। ত্রিপুরা বিধান সভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়ার বিধায়ীকা কল্যানী সাহা রায় , ২৭ কল্যাণপুর প্রমোদনগরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী সংবর্ধনা স্বরূপ স্মারকলিপিটি স্কাউট মাস্টার আর.এস.এল মাস্টার ট্রেইনার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অভিজিৎ আচার্য্যর হাতে তুলে দেন। । এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর ফাঁকে ফাঁকে পুজো উদ্যোক্তা দের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন কল্যাণপুরের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক হিমেন্দু বিকাশ পাল। উদ্বোধকের ভাষণে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী ক্লাব গুলোর পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসন কে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানান পুজো নির্বিঘ্নে শেষ হওয়ায়। তিনি বলেন মহা পূজায় কল্যাণপুরে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। মণ্ডপ সজ্জায় প্রথম হয় একত্র সংঘ। যা কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান এর ক্লাব বলেই পরিচিত। প্রতিমায় প্রথম হয় নেতাজী ক্লাব, স্বচ্ছতাতে প্রথম গোপালনগর সামাজিক সংস্থা। আইন শৃঙ্খলায় প্রথম হয় রতিয়ার শান্তিপ্রিয় সংঘ। এই ক্লাব বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীর বাড়ির পাশের ক্লাব।

শান্ত সবুজ কোলাহল মুক্ত পরিবেশ রক্ষায় ৯ এবং ১০ নভেম্বর দুদিন ব্যাপী সচেতনতার প্রয়াস করল নরসিংগড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। দীপাবলিতে শব্দবাজি পোড়ানো থেকে বিরত থাকার নিবেদন নিয়ে বিদ্যালয়ের সায়েন্স স্কুলের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীরা সামিল হল র‍্যালি এবং পথনাটিকাতে। তাদের বার্তা ছিল দীপাবলি হোক শুধুমাত্র আলোর রোশনাই। বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা এতে অংশ নেয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছঅত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত এই পথনাটকে এলাকায় বিশেষ রকমের সাড়া দেখা গেছে। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এ খবর দিয়েছে বিদ্যালয়ের সায়েন্স ক্লাব কনভেনার।

ধর্মনগরে পূজা মন্ডপ পরিদর্শন শেষে হিন্দু ধর্মের প্রতি যত্নশীল হওয়ার আহ্বান অধ্যক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ নভেম্বর।। কামেশ্বরের দেশবন্ধু ক্লাবের পূজা পরিদর্শন করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। পাশাপাশি ক্লাবের সদস্যদের সাথে মতবিনিময়েও মিলিত হয়েছেন তিনি ।শনিবার- রবিবার ক্রমাগত ধর্মনগরের বিধায়ক তথা বিশ্ববন্ধু সেন একের পর এক পূজা প্যান্ডেল উদ্বোধনে ব্যস্ত ছিলেন। সোমবার শহরতলীর পুজোগুলি পরিদর্শন এবং ক্লাব সদস্যের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন অধ্যক্ষ। সোমবার সন্ধ্যায় ধর্মনগরের শহরতলীর আরম্বরপূর্ণ পূজা রামেশ্বরের দেশবন্ধু ক্লাবের পূজা পরিদর্শন এবং মানুষের সাথে মতবিনিময় করেছেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। এদিন উনার সাথে ছিলেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার, সমাজসেবী বিপ্লব দাস সহ ক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদক।

মানুষের সাথে মতবিনিময় করতে গিয়ে বিশ্ববন্ধু সেন বলেন আমরা ভুলে যাই আমাদের ধর্ম। যেসব নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা রয়েছে তাদের জ্ঞানই নেই বেদ এবং উপনিষদ সম্পর্কে। কারণ হিন্দু ধর্মের কোন প্রচার নেই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা যে যার ধর্ম নিয়ে আপ্লুত। শুধুমাত্র আমরা আমাদের ধর্মের প্রতি আসক্ত নই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি। তিনি আরো বলেন, এক সময় এমন অবস্থা ছিল যে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে নিজেদেরকে সেকুলার ভাবত। তিনি বলেন যে সব জিনিস হিন্দু ধর্মে খাওয়া নিষিদ্ধ রয়েছে সেই সব জিনিস ভক্ষণ করে কিছু সংখ্যক মানুষ নিজেদেরকে মহান ভাবত। কিন্তু তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন যারা হিন্দু ধর্মের নিষিদ্ধ জিনিসগুলি ভক্ষণ করে নিজেদেরকে মহান ভাবতো তারা কি কখনো অন্য ধর্মের নিষিদ্ধ কোন জিনিস সেই ধর্মের মানুষকে খাওয়াতে পারবে নাকি। তার কথায়, এত পুরাতন এই সনাতন ধর্ম তার জন্ম লগ্ন পাওয়া খুব দুষ্কর ব্যাপার। অন্যান্য সব ধর্মের একটা জন্ম লগ্ন খুঁজলেই পাওয়া যায় কিন্তু হিন্দু ধর্মের জন্ম লগ্ন পাওয়া সম্ভব নয়। হিন্দু ধর্ম বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য ধর্মের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আর ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম ঢাকায় ঈদ অন্যান্য ধর্মের লোকেরা থাকতে পারছে। তা না হলে অন্যান্য দেশের মতো ভারত বর্ষ থেকেও হিন্দু ধর্ম বাদে সব ধর্ম হারিয়ে যেত।

সুদীর্ঘ ২৫ বছর আমরা একটা আবর্তে ছিলাম যে কি করে হিন্দু ধর্মকে ছোট করে দেখা যায় তাই নিয়ে ভাবা হতো। নিজের ধর্মকে অস্বীকার করে কখনো কোন জাতি এগিয়ে যেতে পারেনি। তাই সব সময় নিজের ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে যে যার কাজে মনোনিবেশ করলে তবে অবশ্যই সফলতা আসবে। উপস্থিত অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন তারা যেন হিন্দু ধর্মের প্রতি মনোযোগী হয় এবং পাশাপাশি তাদের সন্তান-সন্ততিদের বেদ উপনিষদের জ্ঞান দিয়ে থাকে। শহরতলিতে এত উন্নত মানের এত সুন্দর পূজা মন্ডপ বানানোর জন্য তিনি ক্লাব কর্মকর্তাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি এই ক্লাব সংলগ্ন কালী মন্দিরের জন্য কর্মকর্তারা টিন দাবি করেছিলেন। পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান জানান কালী পূজার পর অধ্যক্ষের বাড়ি থেকে নির্দিষ্ট সাইজের কতগুলো টিম লাগবে তা নিয়ে আসতে। তাতে উপস্থিত এলাকাবাসীর মধ্যে খুশির জোয়ার দেখা যায়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।